# আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি

| | |
|---|---|
| ১। বাহারে শরিয়াত বাংলা | মূল্য ঃ ৩০০ টাকা। |
| ২। কানুনে শরিয়াত বাংলা | মূল্য ঃ ১০০ টাকা। |
| ৩। তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য | মূল্য ঃ ৫০ টাকা। |
| ৪। সলাতে মুস্তফা বা সহীহ নামাজ শিক্ষা | মূল্য ঃ ৫০ টাকা। |
| ৫। আনওয়ারে শরিয়াত বাংলা | মূল্য ঃ ৫০ টাকা। |
| ৬। ইসলামিক সরল বাংলা ভাষণ | মূল্য ঃ ২৫ টাকা। |
| ৭। আজানে কবর বাংলা | মূল্য ঃ ২৫ টাকা। |
| ৮। আঙ্গুঠা চুমার মসলা বাংলা | মূল্য ঃ ১৫ টাকা। |
| ৯। বাহারে মাদিনা বাংলা | মূল্য ঃ ১০ টাকা। |
| ১০। নাতে রাসুল বাংলা | মূল্য ঃ ১০ টাকা। |
| ১১। মরুর কুসুম বাংলা | মূল্য ঃ ১০ টাকা। |

সংকলক
মৌঃ মোঃ সাঈদুর রহমান
সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক নিউ মার্কেট, রুম-৫০
জেলা-মালদহ(পঃবঃ) ৭৩২২০১

visit: www.YaNabi.in

# সত্যের সন্ধান ও কবরে আজান

মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান রেজবী বি.এ. (অনার্স)

সংকলক
মৌঃ মোঃ সাঈদুর রহমান
সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক নিউ মার্কেট, রুম-৫০
জেলা-মালদহ(পঃবঃ) ৭৩২২০১

visit: www.YaNabi.in

# সত্যের সন্ধান
# ও
# কবরে আজান

-ঃ মূল লেখক ঃ-
আলা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা রাজিআল্লাহতায়ালা আনহু
ঃঃ অনুবাদক ঃঃ
মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান রেজবী বি. এ. (অনার্স)

=প্রকাশক=
মোঃ সাঈদুর রাহামান আশরাফী
সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০, মালদহ
মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site
visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in

প্রকাশক
মোঃ সাঈদুর রাহামান আশরাফী
সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০, মালদহ
মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

দ্বিতীয় সংস্করণ ১লা এপ্রিল ২০১২

মূল্য ঃ-২৫.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
মোঃ সাঈদুর রাহামান আশরাফী
সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০, মালদহ
মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

visit: www.YaNabi.in

## ঃ মুখবন্ধ ঃ

লাখো শুকরিয়া বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ পাকের দরবারে। অতঃপর সৃষ্ট জগতে অতুলনীয় মানবরূপী নুরনবী বিশ্ববাসীর মুক্তিদাতা হুজুর নুরে মুজাস্‌সম সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়া সাল্লামের উপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

অধম অনুবাদকের গ্রামে কোন এক বয়স্ক নাইয়্যাতের কবরে আজান দেওয়া হয়। উক্ত গ্রামে ইহাই সর্বপ্রথম কবরে আজান হইল। আজানের সাথে দফন কার্যে অংশীদার গৃহগমনোন্মুখ প্রত্যেকেই পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া যান এবং এইরূপ অভিনব (?) পদ্ধতি দেখিয়া বিভিন্ন প্রকারের বিরূপ মন্তব্য করিতে থাকেন। আমি উহাদিগকে বুঝাইয়া কোন ক্রমে তখনকার মত শান্ত করি। সেদিন ছিল শুক্রবার। জুমআর নামাজের পর কবরে আজান সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ হয়। পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী আমি মসজিদে উপস্থিত সমস্ত মুসল্লীর সম্মুখে কবরে আজান দেওয়ার সপক্ষে ভাষণ প্রদান করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সময় এই পুস্তিকাটি আমাদের নিকট ছিল না এবং ইতিপূর্বে পুস্তকটি কোন দিন স্বচক্ষে দেখি নাই। তথাপি বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ্‌ মহাত্মাগণের ভাষ্য ও রচনাংশ হইতে কিছু কিছু যুক্তি প্রদর্শন করি। ইহাতেই সভায় উপস্থিত প্রত্যেকেই কবরে আজান দেওয়ার বৈধতা সম্পর্কে একমত হন, এবং কবরে আজান দেওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা

visit: www.YaNabi.in

রহিয়াছে একথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন। অতঃপর সভা ভঙ্গ হইয়া যায়।

ইহার পর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হইয়াছে। একদা কার্যোপলক্ষে মুর্শিদাবাদে আসিয়া এতদঞ্চলের আমার এক শুভাকাঙ্খী ভদ্র মহাশয়ের নিকট ايذان الاجر فى اذان القبر নামক পুস্তিকাটির সন্ধান প্রাপ্ত হই। লেখক আলা হজরত ইমাম আহমদ রেজা বেরেলবী রাঃ। ঘটনাক্রমে কোন এক সময়ে উক্ত ভদ্র মহাশয়ের নিকট হইতে উল্লিখিত পুস্তিকাটি পড়িবার জন্য চাহিলাম। কারণ ইতিপূর্বে ইহা পাঠ করিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ইহা সাধারণ অল্প শিক্ষিত সরল প্রাণ মুসলমানদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার আকাঙ্খা জাগে। কিন্তু মূল পুস্তকের ভাষা ছিল উর্দু। সুতরাং উহার বাংলা তরজমায় মনোনিবেশ করিলাম। অধম গুনাহ্‌গারের ইহা দুঃসাহস যে সাইয়িদিনা আলা হজরত রাঃ এর মত স্বনাম ধন্য অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাত্মা রচিত কিতাবের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি এবং ইচড়ে পাকা কিছু সবজান্তা গামছা-ওয়ালার প্ররোচনা হইতে সরল প্রাণ মুসলমানদিগকে সচেতন করিবার উদ্দেশ্যেই এহেন গুরুকর্মে লিপ্ত হই।

আলা হজরত ইমাম আহমদ রেজা ফাজিলে বেরেলবী রাঃ হিজরী ১২৭২ সনের ১০ই শওয়াল উত্তর প্রদেশের বেরেলী শরীফের অন্তর্গত জাসুলী নামক মহল্লায় জন্মগ্রহন করেন। তিনি আজীবন বিধর্মীদিগের সহিত জিহাদ করিয়া ইসলামী বিশ্বের ঈমানী দুশমন-

visit: www.YaNabi.in



দিগের মুখোস খুলিয়া মুসলমান উম্মাহ্‌কে উহা হইতে সতর্ক করিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ব ও অবদানের কথা কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমান বিস্মৃত হইতে পারিবে না। বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার পঞ্চদশাধিক শাস্ত্র বিষয়ে রচিত কিতাবের সংখ্যা সর্বশেষ তথ্যানুসারে চৌদ্দশতেরও কিছু অধিক। সচরাচর তিনি এক একটি মসলা সম্পর্কে পৃথক একটি পুস্তক রচনা করিতেন। আলোচ্য পুস্তিকাটিও অনুরূপ কবরে আজান দেওয়ার বৈধতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত মসলার বিবরণ সম্বলিত রচনা ايذان الاجر فى اذان القبر এর বঙ্গানুবাদ।

অনুবাদক মাত্রেই অবগত থাকিবেন যে, ভাষান্তরের ক্ষেত্রে মূলের শাব্দিক অর্থ রচনার সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না, হইলেও তাহা হয় খাপছাড়া এবং সামঞ্জস্য বিহীন নীরস রচনার সমাহার। এই কারণে প্রয়োজনবোধে কখনো কখনো মূলের সরলার্থ, গূঢ়ার্থ, প্রচলিতার্থ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে ইহা সত্য যে, অনুবাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে মূল রচনার ভাব ও ধারা অব্যাহত রাখা হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার্থে যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের প্রয়োজনীয়তার খাতিরে বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত টিকা সংযোজিত হইয়াছে।

নিজামিয়া মাদ্রাসার পাঠাভ্যাস এবং দেশান্তরের বিবিধ দুরাবস্থাকে মানিয়া লইয়া এই গুরুকর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। পুস্তকের অনুবাদ চলাকালীন বিভিন্ন প্রকারের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই। সেগুলির আলোচনা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক এবং

visit: www.YaNabi.in

নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ্ পাকের অশেষ শুকরিয়া যিনি এহেন কর্মের সমাপ্তি পর্যন্ত আমাকে ফুরসৎ প্রদান করিয়াছেন। এক্ষনে মূলের সহিত অনুবাদের সামঞ্জস্যতা এবং উপস্থাপনা সময়োপযোগী ও সাধারণের কতখানি উপকার সাধন করিবে তাহা বিদগ্ধ পাঠকবর্গের বিচার্য। যে প্রত্যয় অথচ বিবেকবানের নিকট প্রকাশিত উদ্দেশ্য এই অনুবাদ রচনার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছিল তাহার কিয়দংশমাত্রও সফল হইলে মম জীবনের এহেন আকিঞ্চনের ফল বিফলে যায় নাই এবং আমার যৎসামান্য শ্রমটুকু পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয় নাই ভাবিয়া কৃতার্থ হইব।

সর্বশেষে সুধী পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন—আলোচ্য রচনাংশের কোথাও কোন প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি অথবা অসংগতি পরিদৃষ্ট হইলে উহা আমাকে জানাইতে বাধিত হইব। অত্র অনুবাদ পুস্তিকার উৎকর্ষ সাধনে যে কোন সৎ পরামর্শই সাদরে গৃহীত হইবে। পরবর্তী সংস্করণে এইগুলির সংস্কারের আশা রহিল। স্বীকার করিতে দ্বিধা নাই—এই অনুবাদ রচনা আমার কোন কৃতিত্ব নহে, প্রচেষ্টা মাত্র। আল্লাহ্পাক আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন বজাহে ইমামুল মুরসালীন সঃ।

আরজ গুজার—

সাগে দারে গওস

খাদিমে খাদিম্ আবদুল মুস্তাফা

মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান

১৭ই অক্টোবর ১৯৯২

visit: www.YaNabi.in

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের নামে শুরু করি—

## ঃ প্রয়োজনীয় কিছু কথা ঃ

( টীকাকার রচিত উর্দু অংশটির বঙ্গানুবাদ )

বর্তমান মুসলিম সমাজে যেখানেই বিভিন্ন প্রকার অপকর্মের প্রসার ঘটিয়াছে সেখানে এমন সব জঘন্য ও অবৈধ ক্রিয়াকলাপও ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে ইসলামী বিধি নিষেধ সম্পর্কে অজ্ঞ অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত মানুষেরা নিজেদেরকে কোন আলেম অপেক্ষা কম মনে করেন না। ছোট বড় সমস্ত ধর্মীয় নির্দেশাবলীর উপর নিজেদের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ তাহাদের জন্মগত অধিকার বলিয়া মনে করেন। ইসলামী বিধি অনুযায়ী নিঃসন্দেহে ইহা জঘন্যতম কুকর্ম-সমূহের অন্যতম এবং আল্লাহপাকের নিকট ইহা নিকৃষ্টতম অপরাধ। আল্লাহপাক বলেন—

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۚ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ

وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ۝

অর্থাৎ, যে বিষয় সম্পর্কে তুমি পূর্ণরূপে অবগত নও উহা লইয়া মুরুব্বিয়ানা করিও না। নিশ্চয়ই তোমার কান, চোখ, অন্তঃকরণ প্রভৃতি সমস্ত কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে।

( আল কুরআন, পঞ্চদশ পারা, সূরা বনি ইসরাইল )

উক্ত কুরআনী নির্দেশের পর প্রতিটি সুস্থ মস্তিষ্ক মুসলমান টীকাটির তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে

visit: www.YaNabi.in

পারিবেন যে, না বুঝিয়া, কোন বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকিলে উহাতে নাক গলানো আল্লাহ্ পাকের নিকট মস্ত বড় অপরাধ ।

আমাদের জামসেদপুর এলাকাতে উক্ত প্রকারের বহু তথা কথিত ধর্মজ্ঞ রহিয়াছেন, বাস্তবে যাহারা ইসলামী নীতি ও মতাদর্শের সহিত পরিচিত নহেন। উহাদের মধ্যে এমনও ব্যক্তি আছেন যাহারা কলেজ ইউনিভার্সিটির একাধিক ডিগ্রিধারী ; কিন্তু ইসলামী শিক্ষার ঝুলি ঠনঠনে। উহারা রাস্তার পার্শ্বে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় বসিয়া ইসলাম ধর্ম এবং ইহার বিধি নিষেধ সমূহের প্রতি এমন সব ইচড়ে পাকা মন্তব্য করিতে থাকেন, যাহা শুনিলে সাধারণ মুসলমান উহাদেরকে জ্ঞানের সাগর মনে করিয়া ভিরমি খায়।

আব্দুল গাফ্ফার নামে আমার এক পীর ভাই ছিলেন। তাহার ইন্তেকালের পর দফন কার্যাদি সমাধা হইলে মাইয়্যাতের কল্যাণ ও তালকীনের উদ্দেশ্যে উহার কবরে আজান দেওয়া হয়। এই আজানকে কেন্দ্র করিয়া হাঙ্গামা শুরু হইল। উপস্থিত সকলেই নিজ নিজ বিদ্যা বুদ্ধি ও যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের মন্তব্য এবং আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু কবরে আজান দেওয়া প্রকৃতপক্ষে জায়েজ এবং মুস্তাহাব। উলামায়ে কিরাম পাঁচ ওয়াক্তের আজান ব্যতীত আরও বহু স্থানে আজান দেওয়া মুস্তাহাব এবং কল্যাণকর বলিয়াছেন। দফনের পর মুসলমানের কবরের উপর আজান দেওয়াও অনুরূপ সিদ্ধ এবং মুস্তাহাব ( উত্তম )। কুরআন, হাদীস, ফিকাহ্ প্রভৃতি কোন স্থানেই ইহাকে অবৈধ বা নিষিদ্ধ বলা হয়

visit: www.YaNabi.in



নাই। শরীয়তী দৃষ্টিতে ইহাতে অমঙ্গলজনক কিছু নাই, বরং দফনের পর মৃতের কবরের নিকট দাঁড়াইয়া দুআ, ইস্তেগফার, তকবীর, তসবীহ্ প্রভৃতি পাঠ করা সহীহ্ হাদীস পাক হইতে প্রমাণিত। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে আজান দেওয়া সম্পূর্ণ বৈধ এবং হাদীস শরীফ সমর্থিত। কারণ হাদীস শরীফে কোন নির্দিষ্ট শব্দ অথবা বাক্যাবলী পাঠ করার কথা, অথবা অতিরিক্ত কিছু পাঠ করিতে নিষেধ করা হয় নাই। বরং আসল উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ-পাকের জিকির এবং তদ্বারা মাইয়্যাতকে উপকৃত করা। আজানের মধ্যে এই উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সফল হইতে পারে। সুতরাং এত কিছুর পরেও আজান সম্পর্কে কোন প্রকারের আপত্তি বা নিষেধাজ্ঞা থাকাটা শুভ লক্ষণ নহে। আজান কি আল্লাহ্ পাকের জিকির এবং মাইয়্যাতের জন্য রহমত বর্ষিত হওয়ার কারণ নহে !

তবে প্রকাশ থাকে যে, কবরে আজান দেওয়া জায়েজ, মুস্তাহাব এবং সুফলপ্রদ হইলেও সরাসরি সুন্নাত নহে এবং ফরজ কিম্বা ওয়াজিবও নহে। কিন্তু সুন্নাত হইতে প্রমাণিত এবং সমর্থিত, এই কারণে ইহা জায়েজ ও মুস্তাহাব। কবরে আজান দেওয়া মাইয়্যাতের জন্য নিঃসন্দেহে ফলপ্রদ। এ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া আলা হজরত রাঃ আলোচ্য কিতাবের শেষাংশে উল্লেখ করিয়াছেন যে—কোন এলাকার লোকজন কবরে আজান দেওয়াকে সরাসরি সুন্নাত রূপে একীন করিতে থাকিলে কখনও কখনও ইহা পরিত্যাগও করিবে। এই সমস্ত মসলা মাসায়েলগুলি পাঠ করুন, আশা করা যায়—কবরে আজানের বৈধতা এবং উপকারীতা ইহা হইতেই প্রকাশিত হইয়া যাইবে। বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে সত্য বলিতে এবং সত্যকে গ্রহণ করার মত বিবেক প্রদান করুন। আমিন, বেঅসিলাতে হাবিবেকা খাতিমুন নাবিঈন ( সঃ )।

visit: www.YaNabi.in

বিঃদ্রঃ— ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আলা হজরত কুদ্‌স সিররুহুল কারীম রচিত মূল পুস্তকটির নাম

اِيْذَانُ الْاَجْرِ فِىْ اَذَانِ الْقَبْرِ

অর্থাৎ :— "কবরে আজান দেওয়ার ফলাফল সম্পর্কে ঘোষনা"। পুস্তকটি হিজরী ১৩০৭ সালে লিখিত, এই পর্যন্ত মোট চারিটি সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্বের প্রকাশনাগুলি পাঠকের নিকট সমাদৃত হয়। বর্তমান প্রকাশনায় পুস্তকের নাম রাখা হইয়াছে اذان قبر বা "কবরে আজান।" ইহাতে দুরূহ বিষয়সমূহের টীকা এবং প্রতিটি ভিন্ন বক্তব্যের জন্য পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রায় সমস্ত স্থানেই মূল আরবী উদ্ধৃতাংশ ডাহিনে এবং বামে উহার উর্দু অনুবাদ লিখিত হইয়াছে। ইহাতে উর্দু পাঠকের জন্য পাঠের মধ্যস্থলে আরবী উদ্ধৃতি আসিয়া পড়িলে যে খাপছাড়া ভাবের উদয় হইত তাহা দূরীভূত হইবে এবং পাঠের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকিবে। পূর্বের সংস্করণগুলিতে হাদীস পাক এবং অন্যান্য উদ্ধৃতিসমূহ মূল পুস্তকের পাদটীকায় সংযোজিত হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে এগুলি পাদটীকা হইতে তুলিয়া মূল বক্তব্যাংশের সহিত সরাসরি সংযুক্ত করা হইয়াছে।

ইতি—

৬ই রবিউস সানী, হিঃ ১৪০১
১১ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১০৮১

মুহম্মদ আব্দুল মুবীন নু'মানী
প্রধান শিক্ষক,
মাদ্রাসা দারুল উলূম গওসিয়া নিজামিয়া
জাকেরনগর, জামসেদপুর।

# সত্যের সন্ধান ও কবরে আজান

**প্রশ্ন :** দফনের পর কবরে আজান দেওয়া সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের অভিমত কি? ইসলামী বিধি অনুসারে ইহা জায়েজ কিনা?

## : ফতওয়া :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى جعل الاذان - علم الايمان - و سبب الامان و سكينة الجنان - و صفاة الاحزان - و مرضاة الرحمن - و الصلاة و السلام الاتمان اكملان - على من رفع الله ذكره و اعظم قدره - فبذكره زان - كل خطبة واذان - على اله و صحبه الذاكرين اياه مع ذكر سواه - فى الحيات و الموت - و الوجدان و الفوت - و كل حين و ان - و اشهد ان لا اله الا الله الحنان المنان - و ان محمدا عبده و رسوله سيد الجن و الجان - صلى الله تعالى عليه وسلم و على اله و صحبه الموفين لديه ما اذن اذن لصوت الاذان - قال الفقير عبد المصطفى احمد رضا المحمدى السنى الحنفى القادرى البركاتى البريلوى سقاه المجيب - من كأس الحبيب - عذبا فرانا - و جعل من الذين هم اهل الايمان - و الصلاة و الاذان احياء و اموانا امين اله الحق امين -

visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in

উত্তর : কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরাম কবরে আজান দেওয়াকে সুন্নাত বলিয়াছেন। ইমাম ইবনে হাজর মক্কী এবং در مختار কিতাবের লেখক আল্লামা খাইরুল মিল্লাত অদ্দীন রামালী রঃ এই উক্তি পেশ করিয়াছেন—

اَمَّا الْمَكِّيُّ فَفِىْ فَتَاوَاهُ وَفِىْ شَرْحِ الْعُبَابِ وَعَارِض۔

وَاَمَّا الرَّمْلِىْ فَفِىْ حَاشِيَةِ الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَمَرض •

মোট কথা কবরে আজান দেওয়ার বৈধতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। শরীয়তে ইহার উপর কোন নিষেধাজ্ঞাও নাই। শরীয়তে যাহা নিষিদ্ধ করা হয় নাই প্রকৃতপক্ষে উহা অবৈধ হইতে পারে না। সুতরাং কবরে আজান দেওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, ইসলামী বিধি অনুসারে উহাকে নিষিদ্ধ করা হয় নাই। বিরুদ্ধবাদীগণ ইহার অবৈধতার বিধি কোথা হইতে আমদানী করিলেন? আজান তো আল্লাহ ও রসুল পাক সঃ এর জিকির। এইরূপ জিকির সম্পর্কে মুসলমানের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা কেমন মুসলমানের কর্ম! শরীয়তে কোথাও এমন কথা নাই যে, কেবল নামাজের জন্যই আজান দেওয়া জায়েজ এবং অন্যত্র জায়েজ নহে। বরং নামাজ ব্যতীত অপরাপর বহু স্থানেই আজান দেওয়া জায়েজ এবং মুস্তাহাব। এই সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইবে। যাহারা কবরে আজান দেওয়াকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া থাকেন উহারা শরীয়তের বিধান অনুসারে নিজ মতের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান

visit: www.YaNabi.in



করুন। তথাপি জ্ঞানের রাজ্যে আলোচনার ক্ষেত্রে অধম লেখক (আলা হজরত রাঃ) বহু দলিল এবং উহার মূলসূত্রাবলী শরীয়ত হইতে প্রমাণিত করিতে সক্ষম। আলোচনার ধারা অনুযায়ী এইগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ, সত্যান্বেষী ব্যক্তি ইহাতেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সক্ষম হইবেন।

## প্রথম দলিল

মাইয়্যাতকে কবরে রাখিবার পর মুনকীর নকীর যখন উহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করে, তখন দুর্বৃত্ত শয়তান (আল্লা জাল্লা শানুহ তাহার প্রিয় হাবীব সঃ-এর সদকায় প্রত্যেক মুসলমান নরনারী এবং সমস্ত জীবিত ও মৃতকে শয়তানের ধোকাবাজী হইতে রক্ষা করুন) তাহাকে ধোকা প্রদান করে এবং উহার সঠিক উত্তর প্রদানে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে। আল্লাহ পাক আমাদিগকে উক্ত সংকটাবস্থা হইতে পরিত্রাণ দিন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ-পাক ব্যতীত আমাদের কোন শক্তি নাই।

ইমাম তিরমিজী মুহম্মদ বিন আলী তাহার نوادر الوصول নামক কিতাবে হজরত ইমামে আজল সওরী রঃ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—

اِنَّ الْمَيِّتَ اِذَا سُئِلَ مَنْ رَّبُّكَ تَرَىٰ لَهُ الشَّيْطَانُ

فَيُشِيْرُ اِلَىٰ نَفْسِهٖ اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ فَلِهٰذَا وَرَدَ سُؤَالُ التَّثْبِيْتِ

لَهٗ حِيْنَ يُسْئَلُ •

visit: www.YaNabi.in

**অর্থ ঃ** মাইয়্যাতকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে, তোমার প্রতিপালক কে? শয়তান তখন উহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া নিজের দিকে ইশারা করিয়া বলিতে থাকে—আমিই তোমার প্রতিপালক। এই কারণে মাইয়্যাতের সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য দুআ করিতে হয় যাহাতে ঐ ব্যক্তি শয়তানের শিকারে পরিণত না হয়।

ইমাম তিরমিজী বলিয়াছেন—

وَ يُؤَيِّدُهُ مِنَ الْاَخْبَارِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلشَّيْطَانِ هُنَالِكَ سَبِيْلٌ مَا دَعَا صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ ـ

**অর্থ ঃ** উক্ত হাদীসে এই হাদীসটির নিশ্চয়তা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, হুজুর আকরম সঃ দফনের পর দুআ করিতেন —হে আল্লাহ, ইহাকে শয়তানের প্ররোচনা হইতে রক্ষা করিও। কবরে শয়তানের ধোকাবাজীর কোন আশঙ্কা যদি না থাকিত তাহা হইলে হুজুর আকরম সঃ এইভাবে দুআ করিতেন না।

সহীহ হাদীস সমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, আজান শয়তানকে দূর করিয়া দেয়।

visit: www.YaNabi.in



**হাদীস (১) ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসের গ্রন্থে বিখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হজরত আবু হুরাইরাহ্ রাদিআল্লাহ তাআলা আনহু হইতে বর্ণিত, হুজুর আকদাস সঃ বলিয়াছেন—

اِذَا اُذِّنَ الْمُؤَذِّنُ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ حُصَاصٌ ـ

**অর্থ ঃ** আজান দাতা যখন আজান দিতে থাকেন শয়তান তখন পশ্চাৎ ফিরিয়া বায়ু নিঃসরণ করিতে করিতে পলায়ন করে।

**হাদীস (২) ঃ** সহীহ মুসলিম শরীফে হজরত জাবির রাঃ উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বলিয়াছেন—আজানের শব্দে শয়তান ছত্রিশ মাইল দূর পর্যন্ত পলায়ন করিয়া থাকে।

**হাদীস (৩) ঃ** হাদীস শরীফে ইহাও বলা হইয়াছে যে, কখনও কোন শয়তানী বেড়াজালে পতিত হইবার আশঙ্কা হইলে আজান দিবে। ইহাতে উক্ত সংকটাবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

এই হাদীসটি ইমাম আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনু আহমদ তিবরানী হজরত আবু হুরাইরাহ্ রাঃ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমার লিখিত— نسيم الصبا فى ان الاذان يحول الوباء নামক কিতাবে এই সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীস পাকের উদ্ধৃতি দিয়াছি। সুতরাং কবরে যে দুরাচার শয়তানের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল। তৎসহ ইহাও সাব্যস্ত হইল যে আজানের শব্দ শুনিলে শয়তান সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যায়। এই কারণে আমাদেরকে কবরে আজান দেওয়ার কথা

visit: www.YaNabi.in

বলা হইয়াছে। আমাদের প্রতি এই নির্দেশ বিশিষ্ট হাদীস সমূহ হইতে গৃহীত তত্ত্ব এবং সুন্নাতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কবরে আজান দেওয়ার মাধ্যমে মুসলমান ভাইয়ের অন্তিম উপকার ও সাহায্য প্রদান সম্ভব। পবিত্র কুরআন এবং হাদীস পাকের বহু স্থানে এইরূপ উপকারী ব্যক্তির ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে।

## দ্বিতীয় দলিল

হাদীস (৪) : ইমাম আহমদ, তিবরানী এবং বাইহাকী হজরত জাবির রাঃ হইতে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন—

قَالَ لَمَّا دُفِنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ (زَادَنِى رِوَايَةً) وَسُوِّىَ عَلَيْهِ سَبَّحَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَبَّحَ النَّاسُ مَعَهُ طَوِيْلًا ثُمَّ كَبَّرَ النَّاسُ ثُمَّ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ سَبَّحْتَ (زَادَنِى رِوَايَةً) قَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلٰى هٰذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ قَبْرُهٗ حَتّٰى فَرَّجَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ـ

**অর্থ :** হজরত সা'দ ইবনু মা' আজের দফনকার্য সমাধা হইলে নবী করিম সঃ বহুক্ষন পর্যন্ত ঐ স্থানে থাকিয়া 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করিতে থাকিলেন এবং উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম



ও হুজুরের সহিত অনুরূপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর হুজুর সঃ 'আল্লাহ আকবর' পাঠ করিতে লাগিলেন এবং সাহাবাগণও উহা বলিতে থাকিলেন। অবশেষে সাহাবায়ে কিরাম আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রসুল—কবরের নিকট দাঁড়াইয়া প্রথমে 'সুবহানাল্লাহ' এবং পরে আল্লাহ আকবর পাঠ করিলেন কেন? হুজুর সঃ বলিলেন—এই নেককার ব্যক্তির কবর ছোট হইয়া গিয়াছিল; অতঃপর আল্লাহপাক উহার কষ্ট দূর করিয়া দিলেন এবং কবর প্রশস্ত করিয়া দিলেন।

আল্লামা তইয়েবী রঃ মিশকাত শরীফের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন—

اَىْ مَا زِلْتُ اُكَبِّرُ وَتُكَبِّرُوْنَ وَاُسَبِّحُ وَتُسَبِّحُوْنَ حَتّٰى فَرَّجَ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, হাদীসের অর্থ হইল ইহাই যে—আমি (রসুল পাক সঃ) এবং তোমরা একই সঙ্গে "আল্লাহ আকবর" এবং "সুবহানাল্লাহ" বলিতে থাকিলাম। অবশেষে আল্লাহপাক উহার কবরের সংকীর্ণতা দূরীভূত করিয়া উহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

উপরোক্ত হাদীসে পাকের বর্ণনা অনুসারে এই কথাই সাব্যস্ত হয় যে, রসুলে করিম সঃ স্বয়ং মাইয়্যাতকে দফনের পর উহার সাহায্যার্থে কবরের নিকট দাঁড়াইয়া বার বার "আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর" পাঠ করিয়াছেন। আজানের মধ্যে এই শব্দ যুগল মোট ছয়বার বলিতে হয়। সুতরাং ইহা হাদীস পাকের

visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in

বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য পূর্ণ। ইহা ব্যতীত আজানের মধ্যে আরও নিতিন কলেমা রহিয়াছে। এই কলেমাগুলি মাইয়্যাতের জন্য ক্ষতিকরও ( নাউজুবিল্লাহ ) নহে এবং পূর্বোক্ত হাদীস পাকের পরিপন্থীও নহে। বরং আজানের মধ্যে অতিরিক্ত এই কলেমাগুলি থাকা আরো বেশী ফলদায়ক। আল্লাহপাকের রহমত অবতীর্ণ করিবার জন্য তাহার জিকির করাটা প্রয়োজন।

পাঠকবর্গ লক্ষ্য করুন, কবরে আজান দেওয়ার মসলাটি হুবহু ঐ মসলার অনুরূপ যাহা হজ্জের তালবিয়ার[১] সময় প্রখ্যাত সাহাবায়ে কিরামগণ যেমন, আমিরুল মুমিনীন হজরত উমার ফারুক রাঃ, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার রাঃ, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ রাঃ, হজরত ইমাম হাসান মুজতবা রাঃ প্রমুখ পাঠ করিতেন। ইহা ব্যতীত আয়িম্মায়ে কিরামও ইহার সমর্থন করিয়াছেন। هداية কিতাবে রহিয়াছে—

لَا يَنْبَغِى اَنْ يُخِلَّ بِشَىْءٍ مِنْ هٰذِهِ الْكَلِمَاتِ لِاَنَّهٗ هُوَ الْمَنْقُوْلُ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ وَلَوْ زَادَ فِيْهَا جَازَ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ الثَّنَاءُ وَاِظْهَارُ الْعُبُوْدِيَّةِ فَلَا يُمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ مُلَخَّصًا۔

**অর্থ :** উক্ত কলেমা সমূহের ( তালবিয়ার ) মধ্যে কিছু কম

[১] অর্থাৎ এই মসলাটি হজ্জের তালবিয়ার মসলার অনুরূপ।

visit: www.YaNabi.in



করা অনুচিৎ ; কারণ রসুলে পাক সঃ হইতে এইরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে কিছু বাদ দেওয়া যাইবে না। কিন্তু অতিরিক্ত কিছু ইহাতে সংযোজিত করা যাইতে পারে, ইহাতে নিষেধ নাই। অবশ্য এক্ষেত্রে আল্লাহপাকের প্রশংসা এবং ইবাদতের নিয়াত থাকা জরুরী।

অধম লেখক ( আল্লাহপাক তাহাকে ক্ষমা করুন ) صفائح اللجين فى كون التصافح بكفى اليدين প্রভৃতি কিতাবে এই সম্পর্কে কিছু কিছু আলোকপাত করিয়াছি।

## তৃতীয় দলিল

হাদীস (৫, ৬, ৭) : ইহা সুন্নাত হইতে প্রমাণিত, হাদীস-পাক সমর্থিত এবং ফিকাহ্শাস্ত্র সম্মত অভিমত যে—মাইয়্যাতের সংকটময় মুহূর্তে উহার নিকট কলেমা তাইয়েবা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করিতে থাকিবে, যাহাতে মুমূর্ষ ব্যক্তি উহা শুনিয়া উক্ত কলেমা স্মরণ করিতে পারে। সহীহ্ হাদীস শরীফে রহিয়াছে— হুজুর আকরম ( সঃ ) বলিয়াছেন : لقنوا موتاكم لا اله الا الله অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির নিকট 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করিয়া শুনাইতে থাক। হাদীসটির বর্ণনাকারী হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ইমাম আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী, নিসায়ী প্রমুখ।

এখানে মাইয়্যাত অথবা মৃত বলিতে এক অর্থে মুমূর্ষ ব্যক্তিকেও বুঝান হয় এবং উহাকে কলেমা তালকীন করিবার কথা

visit: www.YaNabi.in

বলা হইয়াছে। যাহাতে ঐ ব্যক্তির অন্তিম সময়টুকু পবিত্র কলেমা পাঠের মধ্য দিয়াই অতিক্রান্ত হয়। ইহাতে শয়তান উহাকে ভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তির প্রাণবায়ু তাহার নশ্বর দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তবেই তাহাকে মৃত বলা যায়। ইহার পর উহাকে যথারীতি কাফন-দাফন করা হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত হাদীস পাকে প্রকৃত পক্ষে এই প্রকার কবরস্থ ব্যক্তিকে কলেমা পাঠ করিয়া শুনাইবার কথা বলা হইয়াছে। মাইয়্যাতকে কলেমা তালকীন করিবার উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে মৃত ব্যক্তির উক্ত কলেমাটি স্মরণে আসিবে এবং ইহাতে সে দুর্বৃত্ত শয়তানের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে। এই পবিত্র কলেমাটি আজানের মধ্যে তিন স্থানে মওজুদ রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, আজানের মধ্যে উচ্চারিত প্রতিটি কলেমাই মুনকীর-নকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানের সহায়ক। যেমন, প্রথম প্রশ্ন হইবে—তোমার প্রতিপালক কে? (من ربك) দ্বিতীয় প্রশ্ন—তোমার ধর্ম কি? (ما دينك), এবং তৃতীয় প্রশ্ন করা হইবে—এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কিরূপ ধারণা পোষণ করিতে? ما كنت تقول في هذا الرجل)।

আজানের প্রারম্ভে 'আল্লাহ আকবর' হইতে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পর্যন্ত প্রথম প্রশ্ন من ربك এর জওয়াব নিহিত রহিয়াছে। উক্ত কলেমাসমূহ শুনিবার পর মাইয়্যাতের স্মরণ আসিবে যে, আল্লাহপাকই আমার একমাত্র প্রতিপালক।

'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' কালেমাদ্বয়ের মধ্যে তৃতীয় প্রশ্ন ما كنت تقول في هذا الرجل এর জওয়াব

visit: www.YaNabi.in



রহিয়াছে। অর্থাৎ মাইয়্যাত বলিবে—এই ব্যক্তিকে আমি আল্লাহর রসূলরূপেই জানিতাম[১]।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াব নিহিত রহিয়াছে 'হাইয়্যাআলাস্ সলাত্' হইতে 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্', কলেমা চতুষ্টয়ের মধ্যে। অর্থাৎ মাইয়্যাতের স্মরণ হইবে যে, আমার ধর্ম ছিল উহাই যাহাতে নামাজ ফরজ ছিল। নামাজ হইল ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদ (الصلٰوة عماد الدين)।

সুতরাং মাইয়্যাতের দফনকার্য সমাধা হইবার পর উহার কবরে আজান দেওয়া ফলপ্রদ। ইহা প্রকৃতপক্ষে হাদীস পাকেরই সমর্থন, সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ইহা পছন্দনীয় এবং উত্তম আমল।

এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—মৃত ব্যক্তি পূর্বোক্ত কলেমা-সমূহ তথা আজানের শব্দ কবর হইতে শুনিতে সক্ষম কিনা। অধম লেখক (আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করুন) উল্লিখিত মসলার বিশদ আলোচনা সম্বলিত কিতাব حيات الموات في بيان سماع الاموات[২] এর মধ্যে উহার আলোচনা করিয়াছি। উক্ত কিতাবে পঁচাত্তরটি হাদীস পাক, তিনশত পঁচাত্তরটি আরিম্মায়ে কিরামের উদ্ধৃতি এবং বিরুদ্ধবাদী উলামাগণের বক্তব্য ও উদ্ধৃতাংশ হইতে প্রমাণিত করা হইয়াছে যে, মাইয়্যাত তাহার কবর হইতেও

[১] নিজ বড় ভাই কিম্বা আমার সমতুল্য অথবা আরও নিকৃষ্টরূপে জানিতাম না। যেমন, ওহাবী দেওবন্দীগণ ধারণা করিয়া থাকে (অনুবাদক)।

[২] হিজরী ১৩০৫ সালে রচিত।

visit: www.YaNabi.in

কাহারো কথা শুনিতে পায়, দেখিয়াও থাকে এবং বিভিন্ন প্রকারের কথাবার্তা বুঝিতে সক্ষম। এই মসলার উপর আহ্‌লে সুন্নাত্ ওয়াল জামাআতের মধ্যে ঐক্যমত রহিয়াছে। একমাত্র কিছু সংখ্যক অজ্ঞ, উদাসীন এবং স্থূলবুদ্ধি শিয়াল পণ্ডিতের ছাত্রগণ ব্যতীত এই ব্যাপারে কেহ বিরোধিতা করে না। উল্লিখিত কিতাবের কয়েকটি পরিচ্ছেদে তালকীনেরও বিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এই কারণে এস্থলে উহার পুনরালোচনা করিলাম না।

## চতুর্থ দলিল

**হাদীস** (৮) : আবু ইয়া'লা বর্ণনা করিয়াছেন হজরত আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হইতে, হুজুর আকরম (সঃ) বলিয়াছেন : اطفؤا الحريق بالتكبير অর্থাৎ, তকবীর দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত কর।

**হাদীস** (৯, ১০) : ইবনু আদী হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) এবং তিনি স্বয়ং, ইবনু সুন্নী এবং ইবনু আসাকীর বর্ণনা করিয়াছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার ইবনু আস রাদি আল্লাহ তাআলা আনহুম হইতে, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন—

اذا رأيتم الحريق فكبروا فانه يطفئ النار -

অর্থাৎ, কোথাও অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে বার বার ঐ স্থান তকবীর পাঠ করিবে, ইহাতে অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যাইবে।

visit: www.YaNabi.in



আল্লামা মুনাবী রহঃ تيسير جامع صغير এর ব্যাখ্যা এর মধ্যে লিখিয়াছেন—

فكبروا اى قولوا الله اكبر وكرروا كثيرا -

অর্থাৎ, তকবীর দেওয়ার অর্থ হইল বার বার অধিক পরিমাণে "আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর" পাঠ করা।

মাওলানা আলী কারী রহঃ "হুজুর আকরম সঃ-এর রওজা মুবারকের নিকট দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া "আল্লাহ আকবর" পাঠ করিতে থাক"— এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন :—

التكبير على هذا لاطفاء الغضب الالهى ولذا ورد استحباب التكبير عند رؤية الحريق -

**অর্থ :** এইভাবে 'আল্লাহ আকবর' পাঠ করিতে থাকিলে আল্লাহপাকের গজব প্রশমিত হয়। এই কারণে অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া বার বার 'আল্লাহ আকবর' পাঠ করা মুস্তাহাব বলা হইয়াছে।

وسيلة النجاة حيرة الفقه কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করিয়া কিতাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে—

"حكمت در تكبير انست بر اهل گورستان كه رسول صلى الله عليه وسلم فرموده است " اذا رأيتم الحريق فكبروا " چون آتش در جائے افتد و از دست شما بر نيايد

visit: www.YaNabi.in

که بنشانید که تکبیر بگوئید که اتش به برکت ان
تکبیر فرد نشیند چون عذاب قبر باتش است و دست
ب نمی رسد تکبیر می باید گفت تا مردگان اتش
دوزخ خلاص یابند"

**অর্থ ঃ** কবর স্থানে তকবীর পাঠ করিবার রহস্য হইল ইহাই যে—রসুলে আকদাস সঃ বলিয়াছেন, তোমরা জলন্ত অগ্নি দেখিলে তকবীর পাঠ করিবে। সুতরাং কোথাও অগ্নিকাণ্ড দেখিলে এবং উহা নিভাইবার মত সামর্থ্য না থাকিলে বারংবার 'আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর' পাঠ করিতে থাকিবে। ইহাতেই আগুন নিভিয়া যাইবে। অনুরূপভাবে, কবরের আজাব যেহেতু মূলতঃ অগ্নি হইতেই এবং সাধারণভাবে উক্ত আগুনকে নিভানো তোমাদের সাধ্যাতীত, সেই হেতু তোমরা 'আল্লাহু আকবর' পাঠ করিবে। মাইয়্যাত দোজখাগ্নি হইতে মুক্তি পাইতে পারে।

উপরের আলোচনা হইতে এই কথাই প্রমানিত হয় যে, মুসলমানের কবরের উপর আজান দেওয়া সুন্নতেরই পরোক্ষ নির্দেশ। সুতরাং এই আজানও সুন্নাত হিসাবে পরিগনিত হইতে পারে। আজানের তকবীর, কলেমা প্রভৃতি ব্যতীত অন্যান্য অংশগুলি মৃতের জন্য ক্ষতিকর অথবা অমঙ্গলজনক কিছু নহে। সুতরাং ঐগুলির কারণে কবরে আজান দেওয়ার কোন প্রতিবন্ধকতা থাকিতে পারে না। ইতিপূর্বে দ্বিতীয় দলিল আলোচনার সময় ইহা বলা হইয়াছে।

visit: www.YaNabi.in



## পঞ্চম দলিল

**হাদীস (১১) ঃ** ইবনু মাজাহ, বাইহাকী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হজরত সাঈদ ইবনু মুসাইইব, হইতে বর্ণিত হইয়াছে—

قَالَ حَضَرْتُ ابْنَ عُمَرَ فِيْ جَنَازَةٍ فَلَمَّا وَضَعَهَا فِي
اللَّحْدِ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَمَّا اَخَذَ فِيْ تَسْوِيَةِ
اللَّحْدِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - هٰذَا مُخْتَصَرٌ

**অর্থ ঃ** আমি হজরত আবদুল্লা ইবনু উমার রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমার সহিত একটি জানাজায় শরীক হইলাম। হজরত আবদুল্লা রাঃ উক্ত মাইয়্যাতকে কবরে স্থাপন করিবার সময় 'বিসমিল্লাহি উয়া ফি সাবিলিল্লাহ' পাঠ করিলেন। অতঃপর কবর ঠিকঠাক করিয়া দেওয়া হইলে বলিতে লাগিলেন—ইলাহী, এই ব্যক্তিকে শয়তানের কুচক্র হইতে রক্ষা করুন এবং কবরের আজাব হইতে মুক্তিপ্রদান করুন। অতঃপর বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহ সঃ কে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি।

visit: www.YaNabi.in

ইমাম তিরমিজী হাকীম কুদ্দুস সিররাহুল আজীজ সহীহ্ সনদসহ হজরত উমার ইবনু মুররাহ্ তাবেঈ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—

كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ اِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِى اللَّحْدِ اَنْ

يَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اَعِذْهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

**অর্থ :** আসহাবে কিরাম এবং তাবেঈগণ কবরে লাশ রাখিয়া এইরূপ দুআ করা মুস্তাহাব জানিতেন—"হে আল্লাহ্, এই ব্যক্তিকে শয়তানের ধোকাবাজী হইতে রক্ষা করুন।"

ইমাম বুখারী ও মুসলিম রাঃ এর ওস্তাদ ইবনু আবী শাইবাহ্ তাহার **مصنف** নামক কিতাবে হজরত খাইশামা রাঃ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—

كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ اِذَا دَفَنُوْا الْمَيِّتَ اَنْ يَّقُوْلُوْا بِسْمِ

اللهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

**অর্থ :** সাহাবায়ে কিরাম ইহা মুস্তাহাব জানিতেন যে—যখন মৃত ব্যক্তির দফন কার্য সমাধা হইয়া যায় তখন এইরূপ বলা হয়, 'আল্লাহ পাকের নামে, আল্লাহর নির্দেশিত পথে এবং রসূলে খোদা

visit: www.YaNabi.in



(সঃ) এর মতাদর্শানুসারে ( ইহাকে কবরে স্থাপন করিলাম )। হে আল্লাহ, ইহাকে কবর ও দোজখের আজাব হইতে এবং অভিশপ্ত শয়তানের কবল হইতে রক্ষা করুন।

উপরোক্ত হাদীস সমূহ হইতে একদিকে যেমন ইহা প্রমাণিত হয় যে, দফনের পর মাইয়্যাতের নিকট ( আল্লাহ্ আমাদিগকে রক্ষা করুন ) শয়তান আসিয়া কুমন্ত্রণা দিতে থাকে ; অন্যদিকে ইহা সাব্যস্ত হয় যে, উক্ত শয়তানী প্ররোচনা হইতে মাইয়্যাতকে মুক্ত রাখিবার জন্য দুয়া করা সুন্নাত। এইজন্য কেবল দুআই যথেষ্ট নহে, বরং উক্ত সংকটাবস্থা হইতে উত্তরনের সঠিক ব্যবস্থাপত্রও কিছু করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে প্রথম দলিলের হাদীস সমূহ হইতে একথা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, শয়তানকে বিতাড়িত করিবার জন্য আজান হইল সর্বোত্তম এবং সহজ ব্যবস্থা। সুতরাং কবরে আজান দেওয়া হাদীস পাকের সহিত সামঞ্জস্য পূর্ণ হইল এবং শরীয়তী দৃষ্টিভঙ্গীতেও উহা নির্দ্বিধায় গ্রহনীয়।

## ষষ্ঠ দলিল

**হাদীস** (১২) **:** আবু দাউদ, হাকীম, বাইহাকী প্রভৃতি হাদীস শরীফে আমিরুল মুমিনীন হজরত উসমান গনী (রাঃ) হইতে বর্নিত হইয়াছে—

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اِذَا فَرَغَ مِنْ

visit: www.YaNabi.in

دفن الميت وقف عليه قال استغفروا لاخيكم و سلوا

له التثبيت فانه الان يسأل ⊙

**অর্থ :** হুজুর পুর নুর (সঃ) মাইয়্যাত দফনের পর কবরের নিকট দাঁড়াইতেন এবং বলিতেন, নিজ মুসলমান ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং উহার জন্য মুনকীর নকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানের সময় ঠিক ঠিক জওয়াব প্রদানের জন্য দুয়া করিতে থাক। কারণ এক্ষনে উহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইবে।

**হাদীস** (১৩) : সাঈদ ইবনে মনসুর (রাঃ) তাহার سنن কিতাবে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على

القبر بعد ما سوى عليه فيقول' اللهم نزل بك صاحبنا

و خلف الدنيا خلف ظهره اللهم ثبت عند المسئلة

نطقه ولا تبتله فى قبره بما لاطاقة له به ⊙

visit: www.YaNabi.in



**অর্থ :** মাইয়্যাতের দফন-কার্যাদি সমাধা হইবার পর হুজুর পাক (সঃ) কবরের নিকট দাঁড়াইয়া দুয়া করিতেন—হে আল্লাহ, আমাদের সঙ্গী ব্যক্তি আজ তোমার অতিথি এবং আজ দুনিয়াকে সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে। হে খোদা, প্রশ্নোত্তরের সময় উহার জবানকে তুমি ঠিক রাখিও এবং কবরের মধ্যে এমন কোন মসীবতে ফেলিও না যাহা এই ব্যক্তি বরদাস্ত করিতে না পারে।

উল্লিখিত হাদীসে পাক এবং পঞ্চম দলিলের বর্ণনা অনুযায়ী ইহা সাব্যস্ত হইল যে, মাইয়্যাতকে দফন করিবার পর উহার জন্য দুয়া করা সুন্নাত। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী হাকীম তিরমিজী কুদ্দ্স সিররাহুল করিম দফনের পর দুয়া করা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—মুসলমানের জামাআতের সহিত জানাজার নামাজ রক্ষী বাহিনীর অনুরূপ। উহারা আল্লাহর নিকট মাইয়্যাতের জন্য সুপারিশ এবং ক্ষমা প্রার্থনার জন্য হাজির হইয়া থাকেন। অতঃপর উহারা কবরের নিকট দাঁড়াইয়া দুআ করিবার অর্থ হইল উক্ত রক্ষী বাহিনী কর্তৃক মাইয়্যাতকে সাহায্য করা। কারণ মাইয়্যাতের পক্ষে এই সময়টি বড়ই কঠিন। মৃত ব্যক্তি একে তো অপরিচিত অভূতপূর্ব নূতন বাসস্থানে আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, তদুপরি অল্পক্ষনের মধ্যেই উহাকে মুনকীর নকীরের প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে[১]।

---

[১] হজরত আল্লামা জালালুদ্দীন সিইউতী রাহেমাহুল্লাহ তাআলা তাহার অনবদ্য রচনা شرح الصدور এর মধ্যে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

visit: www.YaNabi.in

আমার মনে হয় না যে, মাইয়্যাতের জন্য দুআ করিবার প্রয়োজনীয়তাকে কেহ অস্বীকার করিবেন। হজরত ইমাম আজুরী রঃ বলিয়াছেন—

يستحب الوقوف بعد الدفن قليلا و الدعاء للميت ⊙

অর্থাৎ, মাইয়্যাত দফনের পর কবরের নিকট কিছুক্ষন দাঁড়াইয়া থাকা এবং উহার জন্য দুআ করা মুস্তাহাব। অনুরূপ-ভাবে اذکار, মুসলীম শরীফের ভাষ্যকার ইমাম নুআবী (রাঃ) এবং فتاوى عالمگیریة , در مختار , جوهره نيره প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য ও প্রামান্য কিতাবে এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রহিয়াছে।

বিরুদ্ধবাদী চটকদারী মজহাবের দ্বিতীয় ইমান তথা মৌলবী ইসহাক দেহলবী দেওবন্দী مائة عامل নামক পুস্তকে 'দফনের পর কবরে আজান দেওয়া' সম্পর্কিত মসয়ার আলোচনা প্রসঙ্গে فتاوى عالمگیریة , نهر الفائق , فتح القدير , بحر الرائق প্রভৃতি কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া লিখিয়াছেন- কবরের নিকট দাঁড়াইয়া দুআ করা সুন্নাত হইতে প্রমানিত। কিন্তু মৌলবী ইসহাক সাহেবের বুদ্ধিতে এইটুকু কুলাইলনা যে, আজানও একটি দুআ, বরং অন্যান্য দুআ অপেক্ষা ইহা অনেক উত্তম। কারণ আজান আল্লাহপাকের জিকির এবং আল্লাহ্‌র সমস্ত জিকিরই দুআ। সুতরাং কবরে আজান দেওয়া সম্পর্কে হাদীস শরীফের সমর্থন

visit: www.YaNabi.in



পাওয়া গেল। ইহার পরও সাধারণ (কমন) সুন্নাত সমর্থিত কার্যকলাপের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া উহাকে দোষণীয় প্রমানিত করিবার জন্য দলিল পেশ করিতে যাওয়া অলীক তামাশাই বটে।

মাওলানা আলী কারী রঃ মিশকাত শরীফের টীকাগ্রন্থ مرقات এর মধ্যে লিখিয়াছেন,

كُلُّ دُعَاءٍ ذِكْرٌ وَكُلُّ ذِكْرٍ دُعَاءٌ ⊙

অর্থাৎ, প্রত্যেক দুআই জিকির, এবং জিকির মাত্রেই দুআ।

**হাদীস (১৪) :** রসুলে পাক (সঃ) বলিয়াছেন—সব চাইতে উত্তম দুআ হইল 'আলহামদুলিল্লাহ্'।

হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম তিরমিজী এবং তিনি ইহাকে হাসান তথা উত্তম বলিয়াছেন। নিসায়ী, ইব্‌নু হাব্বান, হাকীম প্রমুখ হাদীসটিকে সহীহ্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উপরোক্ত সমস্ত হাদীসেই ইহা হজরত জাবির ইব্‌নু আবদুল্লাহ্ রাদিআল্লাহ তাআলা আনহুমা হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

**হাদীস (১৫) :** সহীহ্ বুখারী এবং মুসলিম শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোন এক সফরে লোকজন উচ্চস্বরে 'আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর' পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। রসুলুল্লাহ (সঃ) উহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, ওহে লোক সকল—তোমরা নিজ নিজ প্রাণের প্রতি সদয় হও।

إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا •

visit: www.YaNabi.in

অর্থাৎ, তোমরা কোন বধির অথবা কাল্পনিক স্বত্তার নিকট দুআ চাহিতেছ না। যাহার নিকট দুআ চাহিতেছ তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা।

পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করুন, এই স্থলে হুজুর আকরম (সঃ) স্বয়ং কেবলমাত্র 'আল্লাহু আকবর' পাঠ করাকে দুআ বলিয়াছেন। সুতরাং আজান ও একটি দুআ একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অতএব প্রমাণিত হইল যে, কবরে আজান দেওয়ার অর্থ মাইয়্যাতের জন্য দুআ করা এবং দুআ হইল সুন্নাত। সুতরাং কবরে আজান দেওয়া যে হাদীস সম্মত ইহাতে কোন সন্দেহ রহিল না।

## সপ্তম দলিল

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইল যে, মাইয়্যাতের দফনকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর উহার জন্য দুআ করা সুন্নাত। ইসলামী তত্ত্ববিদ্‌গণের শুদ্ধ মত হইল যে, কোন দুআ প্রার্থনার পূর্বে কোন নেক কার্য করিবার প্রয়োজন। ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন জাজ্‌রী রাঃ তাহার حصن حصين কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

اٰدَابُ الدُّعَاءِ مِنْهَا تَقْدِيْمُ عَمَلٍ صَالِحٍ وَذِكْرُهٗ عِنْدَ الشِّدَّةِ م د ت ⊙

**হাদীস (১৬) :** আল্লামা আলী কারী রঃ حرز ثمين



কিতাবে লিখিয়াছেন, পূর্বোক্ত حصن حصين কিতাবে দুআর পূর্বে কিছু নেক কার্যের কথা বলা হইয়াছে এবং উল্লেখ করা হইয়াছে যে ইহা দুআর আদব—এই উক্তিটি হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হইতে আবু দাউদ, তিরমিজী, নিসায়ী, ইবনু মাজাহ, ইবনু হাব্বান প্রভৃতি হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। আজান একটি নেক কর্ম ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং মাইয়্যাতের জন্য দুআ করার পূর্বে আজান দেওয়া উক্ত উদ্দেশ্যের পরিপূরক এবং ইহা সুন্নাত হইতে প্রমাণিত ও সমর্থিত।

## অষ্টম দলিল

**হাদীস (১৭) :** রসুলে আকদাস (সঃ) বলিয়াছেন—

ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ اَلدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ ⊙

**অর্থ :** দুই প্রকারের দুআ কখনও ব্যর্থ হয় না। প্রথমটি হইল আজানের সময়কার দুআ এবং অপরটি হইল যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাফিরদিগের সহিত যুদ্ধের সময়কার দুআ।

হাদীসটি সহীহ্ সনদ হিসাবে হজরত সাহ্‌ল ইবনু সা'দিস্ সায়েদী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন আবু দাউদ, ইবনু হিব্বান, হাকীম প্রমুখ।

**হাদীস (১৮, ১৯)** রসুলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন

اِذَا نَادَى الْمُنَادِيْ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيْبَ الدُّعَاءُ ⊙

visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in

অর্থ : আজান দাতা যখন আজান দিতে থাকেন তখন আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং ঐ সময় কোন দু'আ করিলে তাহা কবুল করা হয়।

হাদীসটি হজরত আবু ইয়া'লা এবং হাকীম আবু উমামাহ্ বাহেলী (রাঃ) হইতে এবং আবু দাউদ ত্বয়ালসী ও জিয়া' এবং আবু ইয়া'লা المختارة কিতাবে হাসান (উত্তম) সনদ (দলিল যা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত। বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসের বর্ণনাকারী হইলেন হজরত আনাস ইবনু মালিক রাদিআল্লাহু আনহুমা।

উপরিলিখিত হাদীসপাক হইতে সাব্যস্ত হয় যে—কোন দু'আর পূর্বে আজান দেওয়া উক্ত দু'আ কবুল হইবার কারণ। সুতরাং এস্থলে মাইয়্যাতের জন্য দুআ আল্লাহপাকের নিকট কবুল হইবার কারণ হিসাবে আজান দেওয়া উত্তম এবং উলামায়ে ইসলামের নিকটও ইহা প্রশংসনীয়।

## নবম দলিল

হাদীস (২০-২৪) : নবী করীম (সঃ) বলিয়াছেন—

يغفر للمؤذن منتهى اذانه ويستغفر له كل رطب

ويابس سمعه ●

অর্থাৎ, আজানের শব্দ যতদূর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া থাকে মুয়াজ্জিনের জন্য সেই অনুপাতে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। আজান



দাতার জন্য পানি ও স্থলের জীব ও জড় যাবতীয় বস্তুসমূহ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকে।

উপরোক্ত হাদীস পাকের মোদ্দা কথা হইল ইহাই, আজান ক্ষমাপ্রাপ্ত হইবার অন্যতম কারণ এবং ইহা সুনিশ্চিত যে, ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দু'আই আল্লাহ পাকের নিকট অধিক গ্রহণীয় এবং কবুল হইবার উপযোগী। এই কারণে অন্যত্র হাদীস শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নেককার এবং মাজিত ব্যক্তির মাধ্যমেই দুআ চাওয়া উচিৎ।

হাদীস (২৫) : হজরত ইমাম আহমদ (রাঃ) তাহার مسند নামক কিতাবে হজরত আবদুল্লা ইবনু উমার রাদিআল্লাহু আনহুমা হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুলে পাক (সঃ) বলিয়াছেন—

اذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره ان

يستغفرلك قبل ان يدخل بيته فانه مغفور له ـ

অর্থ : যখন তুমি কোন হাজীর সহিত মিলিত হইবে উহাকে সালাম দিবে এবং মুসাফাহ্ করিবে। হাজী সাহেব তাহার নিজ গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্বেই তাহার দ্বারা তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া লও। কারণ হাজীগণ ক্ষমাপ্রাপ্ত।

সুতরাং কোন মাইয়্যাতকে দাফন করার পর কোন নেককার ব্যক্তির দ্বারাই আজান দেওয়ানো উত্তম। ফলে সহীহ্ হাদীস

visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in

সমূহের বর্ণনা অনুসারে উহাতে মাইয়্যাতের গুনাহ মার্জনা হইতে পারে। ইহা ব্যতীত উক্ত পুণ্যবান ব্যক্তির মাধ্যমেই দুআ চাওয়া উচিৎ। কারণ উহার দুআই আল্লাহ পাকের নিকট কবুল হইবার অধিক আশা রহিয়াছে। সুতরাং কবরে আজান দেওয়ার বিপক্ষে কোন প্রকারের অভিযোগ থাকাটা অবাঞ্ছিত, কারণ ইহা শরীয়তী বিধিসম্মত এবং প্রাসঙ্গিক একটি নেক আমল।

## দশম দলিল

**হাদীস** (২৬, ২৭) : আজান আল্লাহপাকের জিকির এবং আল্লাহ্‌র জিকির তাহার প্রদত্ত আজাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার অন্যতম কারণ। রসুলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন —

مَا مِنْ شَيْءٍ اَنْجٰى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহপাকের জিকির অপেক্ষা অন্য কোন কিছুই তাহার আজাব হইতে অনুরূপ নিষ্কৃতি প্রদানকারী নহে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জিকিরই সর্বাধিক পরিমাণে তাহার প্রদত্ত আজাবের লাঘব ঘটাইতে পারে।

উপরোক্ত হাদীসটি হজরত মুআজ ইবনে জাবাল এবং ইবনু আবীদ দুন্‌ইয়া রাদিআল্লাহ আনহমা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম আহমদ ; এবং বাইহাকীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন হজরত ইবনু উমার রাদিআল্লাহ আনহমা হইতে। যে স্থানে আজান



দেওয়া হয় ঐ দিন উক্ত স্থান সর্বপ্রকার আজাব হইতে নিরাপদ থাকে।

**হাদীস** (২৮, ২৯) : ইমাম তিবরানী তাহার معاجيم তিনটি নামক কিতাবে (معاجيم صغير، معاجيم كبير، معاجيم اوسط) হজরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন— হুজুর আকরম (সঃ) বলিয়াছেন :

اِذَا اُذِّنَ فِى قَرْيَةٍ اَمِنَهَا اللهُ مِنْ عَذَابِهٖ فِى ذٰلِكَ الْيَوْمِ ـ

وَشَاهِدُهٗ عِنْدَهٗ فِى الْكَبِيْرِ مِنْ حَدِيْثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ـ

رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ـ

**অর্থ** : কোন বসতি এলাকায় যখন আজান দেওয়া হয়, আল্লাহ্‌পাক ঐদিন সম্পূর্ণ এলাকাকেই আজাব মুক্ত করিয়া দেন।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমান ভাইয়ের স্বার্থে এমন কিছু করা কর্তব্য যাহা উহাকে আল্লাহ্‌পাকের আজাব হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিতে পারে। ইহাই ছিল বিশ্বনবী (সঃ) এর জীবনাদর্শ। এই কারণে কবরে আজান দেওয়াটা রসুলে পাক (সঃ) এর আদর্শের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মাওলানা আলী কারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি من العلم নামক কিতাবের ব্যাখ্যায় এক স্থানে তাহার কবরের নিকট কুরআন মজীদ তেলাওয়াত, তসবিহ পাঠ, এবং আল্লাহপাকের

visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in

অনুগ্রহ লাভ ও ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য দুআ করিবার অসিয়ত করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

فَإِنَّ الْأَذْكَارَ كُلَّهَا نَافِعَةٌ لَهُ فِي تِلْكَ الدَّارِ۔

অর্থাৎ, জিকির যেমনই হউক উহা সমস্তই মাইয়্যাতের জন্য ফলদায়ক।

ইমাম বদরুদ্দীন আহমদ আঈনী রহঃ সহীহ্ বুখারী শরীফের مَوْعِظَةُ الْمُحَدِّثِ নামক অধ্যায়ে একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ঃ

مَصْلَحَةُ الْمَيِّتِ أَنْ يَجْتَمِعُوا عِنْدَهُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَنْفَعُ بِهِ۔

অর্থাৎ, মাইয়্যাতের কবরের নিকট কোন মুসলমান কুরআন শরীফ পাঠ এবং জিকির প্রভৃতি করিতে থাকিলে উহাতে মাইয়্যাতের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে এবং উহা হইতে মাইয়্যাত উপকৃত হয়। আয় খোদা! আজান কি জিকির নহে? এবং উহার দ্বারা কি কোন মুসলমান ভাইয়ের কিছু উপকার পাওয়া সম্ভব নয়।

## একাদশ দলিল

আজান রসুলে পাক (সঃ) এর জিকির এবং রসুলপাক (সঃ) এর জিকির আল্লাহপাকের রহমত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ।



প্রথমেই উল্লেখ্য যে, বিশ্বনবী (সঃ) এর জিকির প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকেরই জিকির। ইমাম ইবনে আতা, কাজী আয়াজ প্রমুখ খ্যাতনামা আয়িম্মায়ে কিরাম পবিত্র কুরআনের وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

جَعَلْنَاكَ ذِكْرًا مِنْ ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي۔

অর্থ ঃ (আল্লাহপাক তাহার প্রিয়তম হাবীব (সঃ) কে বলিতেছেন) আমি তোমাকে আমার স্মরণীয় বস্তু সমূহের মধ্যে অন্যতম করিয়াছি। সুতরাং যে কেহ তোমার জিকির করে, বস্তুতঃ পক্ষে ঐ ব্যক্তি আমারই জিকির করিল। আল্লাহপাকের জিকির নিঃসন্দেহে তাহার রহমত বর্ষিত হওয়ার কারণ।

হাদীস (৩০) ঃ সহীহ্ হাদীস শরীফের মধ্যে রহিয়াছে, হুজুর (সঃ) জিকিরকারীদিগের সম্পর্কে বলিয়াছেন—

حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ۔

অর্থ ঃ ফেরেস্তামণ্ডলী উহাদিগকে ঘিরিয়া লয় এবং আল্লাহপাকের রহমত উহাদিগকে ঢাকিয়া দেয়। উহাদের উপর উত্তম ও নির্মল প্রশান্তি বর্ষিত হইতে থাকে।

এই হাদীসটি হজরত আবু হুরাইরাহ্ এবং আবু সাঈদ রাদিআল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম মুসলিম এবং তিরমিজী রহঃ।

visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in

ইহা ব্যতীত কোন খোদাভক্ত ব্যক্তির জিকির ( স্মরণ, উল্লেখ, আলোচনা, গুণগান ) এর দরুণ ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হয়, যেমন, ইমাম সুফ্‌ইয়ান ইবনে উয়াইনাহ্‌ রঃ বলিয়াছেন—

عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ ⊙

অর্থাৎ, কোন নেককার ব্যক্তির জিকির করিলে ঐ স্থানে আল্লাহ্‌র অশেষ করুণা বর্ষিত হইয়া থাকে। হজরত আবু জাফর ইবনু হামদান রঃ হজরত আবু উমার ইবনু বাশীর রঃ হইতে উক্তি পেশ করিয়া উপরিলিখিত উক্তিটির সম্পর্কে লিখিয়াছেন,

فَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسُ الصَّالِحِيْنَ ⊙

অর্থাৎ, "অতএব রসুলুল্লাহ (সঃ) সালেহীনদিগের ( নেককার খোদাভক্ত ব্যক্তি ) সর্বোচ্চ নেতা।" সুতরাং যে স্থানে আজান প্রদত্ত হইবে তথায় আল্লাহপাকের রহমত বর্ষিত হইতে থাকে—এই সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। যে নেককর্মের মাধ্যমে কোন মুসলমান ভাই এবং নিজেদের উপর আল্লাহপাকের রহমত বর্ষিত হয়, উহা কখনও নিষিদ্ধ হইতে পারে না, বরং ইহা প্রশংসনীয় এবং প্রয়োজনীয়ও বটে।

## ছাদশ দলিল

মাইয়্যাত প্রথমতঃ কবরে গিয়া তথাকার সংকীর্ণ ও অন্ধকার বাসগৃহের মধ্যে ভয়ানকভাবে ঘাবড়াইয়া যায়। ইহা হাদীস পাক



হইতে প্রমাণিত এবং সর্বজন স্বীকৃত[১] অভিমত। অবশ্য আল্লাহ্‌-পাক যাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছেন উহাদের কথা স্বতন্ত্র। আল্লাহ্‌ই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমাশীল এবং অপার করুণাময়।

আজান মানুষের সমস্ত প্রকারের বিমর্ষতা ও সংকটাপন্ন অবস্থায় প্রশান্তি প্রদান করিতে সক্ষম। কারণ, আজানের মধ্যে রহিয়াছে আল্লাহ্‌পাকের জিকির। খোদাবন্দ কুদ্দুস জাল্লা শানুহ বলিয়াছেন—

اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ⊙

অর্থাৎ, ( হে বান্দাগণ ) শুনিয়া লও, আল্লাহ্‌র জিকির অন্তরে শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং মাইয়্যাতকে দফন করিবার পর উহার চিন্তিত ও বিমর্ষ অবস্থায় আজান যে উহাকে শান্তি প্রদান করিতে সক্ষম একথা বলাই বাহুল্য।

**হাদীস (৩১) ঃ** হজরত আবু নুআঈম (রাঃ) এবং ইবনে আসাকির (রাঃ) হজরত আবু হুরাইরাহ্‌ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজুর পুর নুর (সঃ) বলিয়াছেন—

نَزَلَ اٰدَمُ بِالْهِنْدِ وَاسْتَوْحَشَ فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ

صَلٰوةُ وَالسَّلَامُ فَنَادٰى بِالْاَذَانِ —الحديث

**অর্থ ঃ** হজরত আদম আঃ জান্নাত হইতে ভারতবর্ষের

[১] সর্বজনস্বীকৃত অর্থে সমস্ত উলামায়ে ইসলাম দ্বারা স্বীকৃত।

visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in

মাটিতে অবতরণ করিয়া প্রথমতঃ প্রচণ্ড ঘাবড়াইয়া গেলেন ( কারণ জান্নাতের সুখভোগের ইহা ছিল বিপরীত এবং তিনি এমতাবস্থায় উক্ত প্রকারের পার্থিব জীবন যাপনে একেবারেই অনভ্যস্ত[১]। ) এমনি সময়ে হজরত জিব্রাঈল আঃ অবতরণ করিলেন এবং আজান দিলেন ( ইহাতে হজরত আদম আঃ এর উক্ত প্রকারের আশঙ্কা এবং নিঃসঙ্গতার ভয় দূরীভূত হইল।—অনুবাদক। )

সুতরাং আমরা আমাদেরই এক মুসলমান ভাইয়ের আত্মার কল্যান সাধনের মানসে এবং তাহার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ভাব হইতে উত্তরণের জন্য যদি আজান দিই, তবে ইহাতে কি অন্যায় করিলাম ? বরং কোন মুসলমানকে অনুরূপভাবে সাহায্য করা অথবা সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে হস্ত প্রসারিত করা আল্লাহ পাক রসুল ইজ্জতের নিকট অতীব পছন্দনীয়।

**হাদীস (৩২) :** হুজুর আকরম ( সঃ ) বলিয়াছেন—

اللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ اَخِيْهِ ⊙

**অর্থ :** কোন মুসলমান বান্দা যতক্ষণ অপর মুসলমান ভাইকে সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে থাকে, আল্লাহপাক ততক্ষন পর্যন্ত উহাদিগকে সহায়তা করিতে থাকেন।

হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীয়ে রসুল (সঃ) হজরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হইতে ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনু মাজাহ, হাকীম প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন।

[১]অনুবাদক।

visit: www.YaNabi.in



**হাদীস (৩৩) :** রসুলে খোদা (সঃ) বলিয়াছেন—

مَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِى حَاجَتِهٖ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ⊙

**অর্থ :** কোন মুসলমান যখন তাহার অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের কর্মে সহায়তা করে তখন আল্লাহপাক উহার প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া দেন, এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের কষ্টকে দূরীভূত করে আল্লাহপাক উহার পরিবর্তে তাহাকে কিয়ামতের মুসীবত সমূহের মধ্যে একটি মুসীবত দূর করিয়া দিবেন।

উল্লিখিত হাদীসটি হজরত ইবনু উমার রাদিআল্লাহ আনহুমা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম বুখারী, মুসলিম আবু দাউদ (রাঃ)।

## ত্রয়োদশ দলিল

**হাদীস (৩৪) :** مسند الفردوس নামক কিতাবে হজরত আমীরুল মুমিনীন মাউলাল মুসলিমীন সাইয়্যিদিনা আলী মুর্তজা কার্রামাল্লাহ উয়াজহাহুল কারীম হইতে বর্ণিত হইয়াছে—

قَالَ رَاٰنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِيْنًا فَقَالَ

visit: www.YaNabi.in

يَا ابْنَ اَبِىْ طَالِبٍ اِنِّىْ اَرَاكَ حَزِيْنًا فَمَرْ بَعْضَ اَهْلِكَ

يُؤَذِّنْ فِىْ اُذُنِكَ فَاِنَّهٗ دَوَاءٌ لِلْهَمِّ ⊙

**অর্থ ঃ** হুজুর আকরম সরকারে দো আলম (সঃ) আমাকে ( হজরত আলী কঃ ) বিষণ্ণ অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— ওহে আলী, আমি তোমাকে চিন্তিত অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং তোমার বাড়ীর কাউকে গিয়া বল তোমার কানে যেন কেহ আজান দেয়। কারণ আজান মনের চিন্তিত ও বিষন্ন অবস্থাকে দূরীভূত করিয়া দেয়।

মাওলা আলী কঃ এবং মাওলা আলী কঃ পর্যন্ত এই হাদীসের যতগুলি বর্ণনাকারী রহিয়াছে প্রত্যেকেই বলিয়াছেন যে,

فَجَرَّبْتُهٗ فَوَجَدْتُهٗ كَذٰلِكَ ⊙

**অর্থ ঃ** আমরা অনুরূপভাবে কাহারো বিষন্ন অবস্থায় তাহার নিকট আজান দিয়া পরীক্ষা করিয়াছি এবং উহাতে সুফলপ্রাপ্ত হইয়াছি। ইবনু হাজর ও একই কথাই বলিয়াছেন, যেমনটি রহিয়াছে মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা مرقات এর মধ্যে।

হাদীসপাক এবং অপরাপর প্রামান্য কিতাবসমূহে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে যে, মাইয়্যাতকে দফন করিবার পর সে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিমর্ষ হইয়া পড়ে। কিন্তু আল্লাহপাকের প্রিয়পাত্র ব্যক্তিত্বসমূহ ( অলী, গওস, কুতুব, আবদাল প্রভৃতি )

visit: www.YaNabi.in



আল্লাহপাক উহাদিগকে দেখিয়া বলিয়া থাকেন—

مَرْحَبًا بِحَبِيْبٍ جَاءَ عَلٰى فَاقَةٍ ⊙

**অর্থ ঃ** স্বাগতম! আমার এই বন্ধু অনাহারী অবস্থায় আমার নিকট আসিয়াছে এই সমস্ত পুন্যাত্মাদিগের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সাধারণ পর্যায়ের মুসলমান যাহারা এই প্রকার উচ্চ পর্যায়ে উন্নিত হইতে সক্ষম হয় নাই, উহাদিগের কবরে আজান দিয়া উহাদিগের বিপদাপন্ন ও বিমর্ষ অবস্থায় প্রশান্তি প্রদান করণে শরীয়তের কোন প্রতিবন্ধকতা থাকিতে পারে না। বরং কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্যের জন্য হস্ত প্রসারিত করা আল্লাহপাকের নিকট পছন্দনীয়।

**হাদীস (৩৫) ঃ** তিবরানী তাহার معجم كبير এবং معجم اوسط নামক গ্রন্থদ্বয়ে হজরত আবদুল্লা ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ তায়ালা আনহুমা হইতে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন —রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলিয়াছেন—

اِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بَعْدَ الْفَرَائِضِ اِدْخَالُ السُّرُوْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ ⊙

**অর্থ ঃ** নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাকের নিকট ফরজ কর্মসমূহের পরেই সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় কর্ম হইল কোন মুসলমানকে খুশী করা।

visit: www.YaNabi.in

**হাদীস** (৩৬) : তিবরানীকৃত উপরোক্ত কিতাবদ্বয়ে হজরত ইমাম ইবনুল ইমাম সাইয়িদিনা হাসান মুজতবা রাদিআল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুজুর সরকারে দো আলম সঃ বলিয়াছেন—

اِنَّ مِنْ مُوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ اِدْخَالُ السُّرُوْرِ عَلٰى اَخِيْكَ الْمُسْلِمِ ۝

**অর্থ** : ইহা সুনিশ্চিত যে, কোন মুসলমান ভাইকে খুশী করিলে উহার পরিবর্তে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয়।

## চতুর্দশ দলিল

আল্লাহপাক বলিয়াছেন—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝

**অর্থ** : ওহে ইমান আনয়নকারীগণ, তোমরা অত্যধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করিতে থাক।

**হাদীস** (৩৭) : হুজুর পুর নুর (সঃ) বলিয়াছেন—

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ ۝

**অর্থ** : এত অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করিতে থাক যাহাতে লোকজন তোমাদিগকে পাগল বলিতে থাকে।

visit: www.YaNabi.in



হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন যথাক্রমে ইমাম আহমদ, আবু ইয়ালা, ইবনু হাব্বান, হাকিম, বাইহাকী প্রমুখ। হাদীসটি সহীহ্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন হাফিজ এবং হাফিজ ইবনু হাজর উহাকে হাসান (উত্তম) বলিয়াছেন।

**হাদীস** (৩৮) : রসুল পাক (সঃ) বলেন—

اُذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَّشَجَرٍ ۝

**অর্থ** : প্রস্তরাদি ও বৃক্ষসমূহের নিকটে আল্লাহ্‌র জিকির কর।

হাদীসটির উদ্ধৃতকারী ইমাম আহমদ (রাঃ) তাহার كتاب الزهد কিতাবে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম তাবারানী তাহার الكبير এর মধ্যে হজরত মুআজ ইবনু জাবাল (রাঃ) হইতে বিশুদ্ধ সনদ হিসাবে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

হজরত আবদুল্লা ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন—

لَمْ يَفْرِضِ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهٖ فَرِيْضَةً اِلَّا جَعَلَ لَهَا حَدًّا مَعْلُوْمًا ثُمَّ عَذَرَ اَهْلَهَا فِيْ حَالِ الْعُذْرِ غَيْرَ الذِّكْرِ فَاِنَّهٗ لَمْ يَجْعَلْ لَهٗ حَدًّا يَنْتَهِيْ اِلَيْهِ وَلَمْ يَعْذِرْ اَحَدًا فِيْ تَرْكِهٖ

visit: www.YaNabi.in

إلاَّ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ وَأَمَرَهُمْ بِهِ فِي الأَحْوَالِ كُلِّهَا ⊙

**অর্থ ঃ** আল্লাহপাক বান্দাদিগের জন্য যে সমস্ত ফরজ কার্যাবলী নির্দিষ্ট করিয়াছেন উহার একটি সীমাও নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। শরীয়ত সম্মত আপত্তির দরুণ কাহারো ফরজ পালনে অক্ষমতা থাকিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের জিকিরের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সীমা নির্ধারিত হয় নাই এবং উহার জন্য কেহ কোন কারণ প্রদর্শন করিতে পারে না। একমাত্র অচেতন অবস্থা ব্যতীত সমস্ত অবস্থাতেই আল্লাহপাক জিকিরের নির্দেশ দিয়াছেন।

পূর্বোক্ত হজরত আবদুল্লা ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর শিষ্য ইমাম মুজাহিদ (রাঃ) বলিয়াছেন—

اَلذِّكْرُ الْكَثِيْرُ أَنْ لَا يَتَنَاهَى أَبَدًا ⊙

**অর্থ ঃ** অধিক পরিমাণে জিকির করিবার অর্থ হইল এমন জিকির যাহা কখনো শেষ হইবে না।

সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে, সমস্ত ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ পাকের জিকির অতীব পছন্দনীয়, প্রাসঙ্গিক এবং উহাই শিষ্টাচার বলা হইয়াছে। ইহাতে কোন প্রকারের বিরোধিতা অথবা নিষেধাজ্ঞা থাকিতে পারে না। যে কোন দৃষ্টিতেই দেখা হউক না কেন, আজান যে আল্লাহপাকের জিকির হহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এমতাবস্থায় মাইয়্যাতের কবরের পার্শ্বে আল্লহপাকের উক্ত প্রকার জিকিরের ক্ষেত্রে যে কিরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকিতে পারে

visit: www.YaNabi.in



তাহা আল্লাহপাকই অধিক জ্ঞাত আছেন। আমাদের প্রতি নির্দেশ হইল যে, তোমরা প্রস্তর ও বৃক্ষাদির নিকট জিকির করিতে থাক। পাঠকবৃন্দ, নিরপেক্ষভাবে একবার বিচার করিয়া দেখুন তো— পাথরের নিকট জিকির করিবার নির্দেশ মুসলমানের কবরের পার্শ্বে জিকিরের অনুরূপ হইতে পারে কিনা। অথবা উহার অর্থ কি হইতে পারে। বিশেষতঃ কোন মাইয়্যাত দফনের পর উহার নিকটে আল্লাহ্‌র জিকির করা হাদীস সমূহ হইতে প্রমাণিত। মহাত্মা আয়িম্মায়ে কিরাম ইহাকে মুস্তাহাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণেই ইমামে আজল হজরত আবু সুলাইমান খত্তাবী রঃ তালকীন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

لَا نَجِدُ لَهُ حَدِيْثًا مَشْهُوْرًا ـ وَلَا بَأْسَ بِهِ إِذًا لَيْسَ

فِيْهِ إِلَّا ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى إِلَى قَوْلِهِ وَكُلُّ ذَالِكَ حَسَنٌ ⊙

**অর্থ ঃ** এই সম্পর্কে (কবরে আজান সম্পর্কে) আমরা কোন মশহুর হাদীস পাই নাই বটে, তবে ইহাতে ক্ষতিকর কিছু নাই। কারণ আজানের মধ্যে আল্লাহ্ পাকেরই জিকির রহিয়াছে এবং এই জিকির আল্লাহপাকের নিকট পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়।

## পঞ্চদশ দলিল

সহীহ্ মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার ইমাম হজরত আবু

visit: www.YaNabi.in

জাকারিয়া নুআবী (রাঃ) كتاب الاذكار এর মধ্যে লিখিয়াছেন ঃ

يُسْتَحَبُّ اَنْ يَقْعُدَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ سَاعَةً قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهٗ وَيَشْتَغِلُ الْقَاعِدُوْنَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ وَالْمَوَاعِظِ وَالْحِكَايَاتِ اَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّالِحِيْنَ ⊙

অর্থ ঃ দফন কার্য সমাধা হইয়া গেলে কবরের নিকট কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা উত্তম। একটি উট জবেহ করিয়া উহার গোশ্‌ত্‌ সম্পূর্ণরূপে বন্টন করিয়া দিতে পারা যায় অনুরূপ সময়কাল পর্যন্ত ঐ স্থানে অবস্থান করিবে। কবরের নিকট বসিয়া কুরআন মজীদ তেলাওয়াত, মাইয়াতের জন্য দুআ, ওয়াজ নসীহত, নেককার ব্যক্তিদিগের সম্পর্কে আলোচনা প্রভৃতিতে মগ্ন থাকিবে।

শায়খ মুহাক্কিক্‌ মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী কুদ্দুস সিররাহুল আজীজ 'মিশকাত' শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ لمعات এর মধ্যে লিখিয়াছেন—

قَدْ سَمِعْتُ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ اَنَّهٗ يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ مَسْئَلَةٍ مِنَ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ⊙

visit: www.YaNabi.in



অর্থ ঃ কোন কোন উলামায়ে কিরামের নিকট আমি শুনিয়াছি যে, মাইয়্যাতকে দফন করিবার পর উহার কবরের নিকট ফিকাহ্‌র মসলা আলোচনা করা মুস্তাহাব।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি আমীরুল মুমিনীন হজরত উসমান গণী (রাঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসের টীকা। অধম লেখক ইতিপূর্বে ষষ্ঠ দলিলের আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছি।

ফার্সী ভাষায় লিখিত মিশকাত শরীফের টীকাগ্রন্থ اشعة اللمعات এর মধ্যে এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

باعث نزول رحمت است⊙

অর্থ ঃ ইহা রহমত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। আরো লিখিয়াছেন—

مناسب حال ذکر مسئلۂ فرائض است⊙

অর্থাৎ, বর্তমান সময়ের পক্ষে উপযোগী ফারায়েজের মসলা। পুনরায় এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

اگر ختم قرآن کنند اولیٰ و افضل باشد⊙

অর্থাৎ, যদি কুরআন মজীদ খতম করা হয় তবে উহাই সর্বোত্তম।

উলামায়ে কিরাম নেককার ব্যক্তিদিগের সম্পর্কে আলাপ আলোচনা, বুজুর্গানে দ্বীনের কথা স্মরণ, কুরআন মজীদ খতম, মসলা মাসায়েলের আলোচনা প্রভৃতিকে মুস্তাহাব বলিয়াছেন।

visit: www.YaNabi.in

যদিও এইগুলি সহীহ্ হাদীস সমূহে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু এই সমস্ত কিছুরই মূল উদ্দেশ্য মৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহপাকের অনুগ্রহ বর্ষন। আজানের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের অশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হইয়া থাকে, ইহা সহীহ্ হাদীস সমূহ হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত। হাদীসপাকে ইহাও বলা হইয়াছে যে, আজান আজাবকে প্রশমিত করে। সুতরাং এহেন কল্যানকর একটি আমল কেবল জায়েজই নহে, মুস্তাহাবও বটে।

মোট কথা, পূর্ববর্ণিত দলিলসমূহ হইতে রৌদ্রকিরণোজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় ইহা প্রতিভাত হয় যে, কবরে আজান দেওয়া জায়েজ তো বটেই, সেই সঙ্গে ইহা মুস্তাহাব। কোন কোন আলেম সম্প্রদায় ইহাকে সুন্নাতও বলিয়াছেন। তবে যাহারা কবরে আজান দেওয়াকে সুন্নাত বলিয়াছেন, যেমন ইমাম ইবনু হাজর মক্কী এবং আল্লামা খায়ের রামালী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা প্রমুখ, এবং যে সমস্ত উলামায়ে কিরাম উহাদের উক্তি দিয়াছেন— সম্ভবতঃ তাহারা সুন্নাত অর্থে 'সুন্নাত সমর্থিত' একথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। সুন্নাত বলিতে এস্থলে হুবহু হাদীস পাক দ্বারা সরাসরিভাবে উল্লিখিত—একথা বুঝান হয় নাই। এই কারণে অনভিজ্ঞ সাধারণ মুসলমান সম্প্রদায় কবরে আজান দেওয়াকে যদি সরাসরি সুন্নাতরূপেই ধারণা করিতে থাকে, সেক্ষেত্রে কখনো কখনো উহা পরিত্যাগ করিবে। তবে কোন মুস্তাহাব কর্ম যদি সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়া পড়ে এবং তদ্বারা যদি প্রত্যেকের সওয়াব হাসিল করিবার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তবে

visit: www.YaNabi.in



উহা বাতিল করা কোন মতেই সমীচিন নহে।[১] আল্লাহ্ পাকই এই সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

মহান আল্লাহ্র সমীপে লাখো শুকরিয়া। কবরে আজান দেওয়া সম্পর্কিত মসলার আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত পনেরটি দলিল পেশ করিলাম। অল্প সময় কালের মধ্যেই এইগুলি নিজ স্মৃতি-পটে উদিত হইয়াছিল। তৎপর পাঠকবর্গের জন্য উহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম। নিরপেক্ষ এবং ন্যায় বিচারক পাঠকবৃন্দ এইগুলি পাঠ করিয়া ইহা হইতেই সঠিক রায় পেশ করিতে সক্ষম হইবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। পূর্বোল্লিখিত দলিল সমূহের মধ্যেকার অধিকাংশই হাদীস শরীফ প্রভৃতির উদ্ধৃতি যাহা এই অধম লেখক তালাস করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছে। কিছু কিছু উদ্ধৃতি যাহা আহলে সুন্নাত অল জামায়াতের অপরাপর মহাত্মা উলামায়ে কিরামের কিতাবাদি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, অধম লেখক (আল্লাহপাক তাহাকে ক্ষমা করুন) ঐগুলিকে ধারাবাহিকভাবে সুসংবদ্ধ করিয়া পেশ করিয়াছে। অত্র পুস্তিকার প্রতিটি দলিল স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং ইহার সামান্য (Common) আকারের উদ্ধৃতি সমূহকে বিশেষ (Particular) আকারে বিশ্লেষণ করিয়া সরলীকরণ করা হইয়াছে। সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান বিশ্ব

[১] মুফতি মুহাম্মদ রুহুল আমিন মুজাহিদ আল কাদেরী, মুফতি দারুল ইফতা শাইখুল হাদীস, গাড়ীঘাট অ্যারাবিক কলেজ।

visit: www.YaNabi.in

প্রতিপালক মহান আল্লাহপাকের। لا شك ان الفضل للمتقدم

অর্থাৎ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যাবতীয় দান সবই পূর্বসূরীগণেরই।

যে সমস্ত স্বনাম ধন্য উলামায়ে কিরাম নিজ নিজ ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত বিষয়সমূহ একত্রিত করিয়া একটি সামগ্রিক সুসংবদ্ধরূপ প্রদান করিয়াছেন এবং এহেন এক দুরূহ কর্মকে আমার জন্য অপেক্ষাকৃত সরল করিয়া দিয়াছেন—সেই সমস্ত মহাত্মাদিগের নিকট আমি একান্তরূপেই কৃতজ্ঞ। আল্লাহ-পাক আমাদিগের এবং ইসলাম ও সুন্নাতের তরফ হইতে উহাদিগকে উত্তম প্রতিফল প্রদান করুন। আমীন বজাহে সাইয়িদুল মুরসালীন।

## পাঠকবর্গের জন্য সতর্কতা

(১) অত্র পুস্তিকায় পূর্ববর্ণিত দলিল—প্রমাণাদি হইতে নিনীত সঠিক রায় প্রদানকারী ও উপলব্ধিকারীদিগের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য—

এস্থলে আপনারা রহমতের মহত্ত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। অসীম করুনার ভাণ্ডারী আল্লাহপাক জান্না শানুহু তাহার মুসলমান বান্দাদিগের জন্য মৃত এবং আজানদাতার জন্য কিরূপ মঙ্গল ও কল্যান নিহিত রাখিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করুন। এ সমস্তই বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা। মুসলমান মাইয়্যাতের



জন্য উহাতে সাত প্রকারের ফায়দা হাসিল হয়। ফায়দাগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) আল্লাহপাকের অসীম ক্ষমতাবলে শয়তানের ধোকাবাজী হইতে পরিত্রাণ,

(খ) আজানের মধ্যস্থ তকবীরের বদৌলতে জাহান্নামের আগুন হইতে নিরাপদ,

(গ) মুনকীর নকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর স্মৃতিপটে উদিত হওয়া,

(ঘ) আজানের ফজিলতের কারণে মৃতের কবরের আজাব হইতে পরিত্রাণ,

(ঙ) আজানের মধ্যে হজুর আকরম (সঃ) এর জিকির রহিয়াছে, উহার দরুন আল্লাহপাকের রহমত বর্ষিত হয়,

(চ) আজানের বদৌলতে মাইয়্যাতের ভীতি দূরীভূত হয়।

(ছ) বিষন্ন ও চিন্তিত অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হৃদয়ে প্রশান্তি এবং সান্ত্বনা লাভ করা।

অপর দিকে আজান দাতার জন্য রহিয়াছে পনের প্রকারের সওয়াব। তন্মধ্যে সাতটি হইল পূর্বোক্ত সাত প্রকারের ফায়দা মাইয়্যাতের নিকট পৌঁছানো। কারণ কাহারো উপকার করিলে উহার পরিবর্তে উপকারী ব্যক্তিকেও উপযুক্ত সওয়াব প্রদান করা হয়। এই সওয়াব কমপক্ষে দশটি নেকী। সুতরাং কোন মুসলমান মাইয়্যাতের নিকট উপরোক্ত ফায়দাসমূহ পৌঁছাইলে আজান

visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in

দাতার সওয়াব ইহাতে কতটা হইতে পারে তাহা আল্লাহপাকই অধিক জ্ঞাত।

(জ) মাইয়্যাতকে শয়তানের প্ররোচনা হইতে রক্ষার জন্য তদ্‌বির করা রসুলে পাক (সঃ) এর সুন্নাত,

(ঝ) মৃতের পক্ষে মুনকীর-নকীরের প্রশ্নের সঠিক জওয়াব প্রদানে সহায়তা করা,

(ঞ) কবরের নিকট দুআ করা সুন্নাত,

(ট) মাইয়্যাতের সাহায্যের মানসে কবরের নিকট তকবীর পাঠ করা সুন্নাত,

(ঠ) জিকিরের যাবতীয় ফজিলত যাহা পবিত্র কুরআন ও হাদীস পাকে উল্লিখিত হইয়াছে উহা লাভ করা,

(ড) নবী করিম সঃ এর জিকিরের দরুন আল্লাহপাকের রহমত বর্ষিত হওয়া,

(ঢ) দুআ করার ফজিলত যাহার সম্পর্কে হাদীস শরীফে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং উহাকে ইবাদতের মগজ বলা হইয়াছে— উহা লাভ করা,

(ণ) সাধারণভাবে আজানের বরকতে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন, আজান দাতার আজানের শব্দ যতদূর পর্যন্ত পৌঁছায় সেই পরিমাণে উহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। পানি ও স্থলবাসী যাবতীয় জীব ও জড় প্রত্যেকেই আজান দাতার জন্য সাক্ষ্য এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া

visit: www.YaNabi.in



থাকে। হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করা যায়। এস্থলে আজানের অপর একটি রহস্য হইল যে—আজানের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে মূল বাক্য সাতটি। যেমন—

১) الله اكبر

২) اشهد ان لا اله الا الله

৩) اشهد ان محمدا رسول الله

৪) حى على صلوة

৫) حى على الفلاح

৬) الله اكبر

৭) لا اله الا الله

কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আজান বলিতে গেলে মোট পনেরটি বাক্য উচ্চারণ করিতে হয়। যেমন الله اكبر প্রভৃতি কালেমা-সমূহ একাধিকবার বলিতে হয়। এক্ষণে আজানের মধ্যে মাইয়্যাতের জন্য উপরোক্ত সাত প্রকারের ফায়দা এবং আজান দাতার জন্য পনের প্রকারের সওয়াব নিহিত রহিয়াছে। হে আল্লাহ, বিশ্বভুবনের তুমিই প্রতিপালক এবং সমস্ত প্রশংসা তোমারই।

ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়, যাহারা কবরে আজান দেওয়াকে নিষিদ্ধ মনে করেন তাহারা আজান দাতা এবং মাইয়্যাতকে পূর্বোক্ত সাত এবং পনের প্রকারের ফায়দা হইতে বঞ্চিত করার

visit: www.YaNabi.in

মধ্যে কি প্রকারের যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাইলেন। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন,

হাদীস (৩৯) : ইমাম আহমদ এবং মুসলিম, হজরত জাবির ইবনু আবদুল্লা রাদিআল্লাহ আনহমা হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন—

من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه ⊙

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যাহাদের পক্ষে সম্ভব তাহারা যেন অপরাপর মুসলমান ভাইয়ের উপকার করিয়া থাকে। ইহা মুসলমানের জন্য জরুরী।

সুতরাং এহেন সুস্পষ্ট নির্দেশের পর ও যে সম্পর্কে শরীয়তে কোন প্রকারের বাধা নিষেধ নাই এইরূপ উত্তম আমলের প্রতি নিষেধ করা হয় কোন দলিল দেখাইয়া? ইহার সঠিক উত্তর আল্লাহপাকই ভাল জানেন। হে আল্লাহ! তুমি প্রত্যেককে বুঝিবার মত শক্তি প্রদান কর। আমিন বজাহে ইমামুন নাবীঈন (সঃ)।

(২) হাদীস পাকে উল্লিখিত হইয়াছে, রসুলে আকরম (সঃ) বলিয়াছেন— হাদীস (৪০, ৪১) :

نية المؤمن خير من عمله ⊙

অর্থ : মুসলমানের নিয়াত (কোন সৎকর্ম করিবার সংকল্প) তাহার কর্ম হইতে উত্তম।

visit: www.YaNabi.in



বাইহাকী হাদীসটি বর্ণনা করেন হজরত আনাস (রাঃ) হইতে এবং তাবারানী তাহার كبير কিতাবের মধ্যে হজরত সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

নিয়াত সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত কোন ব্যক্তি একই কর্মের নিয়াতের মাধ্যমে বিবিধ নেকী অর্জন করিতে সক্ষম। যেমন, নামাজের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাইবারকালে উহার গমন করাটা যেমন নেকীর কর্ম তদ্রূপ ঐ ব্যক্তির প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য একটি করিয়া নেকী লিখিত হয়। ইহা অতিরিক্ত অর্জিত সওয়াব যাহা একই কর্মের নিয়াতের মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনুরূপ-ভাবে নিয়াত সম্পর্কে যিনি উত্তমরূপে অবগত আছেন এমন কোন ব্যক্তি মসজিদে নামাজ পড়িতে গিয়া নিম্নোক্ত প্রকারের নিয়াত-গুলিও করিয়া উহার সওয়াব হাসিল করিতে পারেন। যেমন—

(১) প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ নামাজ পড়িবার জন্য যাইতেছি,

(২) আল্লাহ্‌র ঘর (মসজিদ) দর্শন করিব,

(৩) ইসলামের নির্দেশ সমূহের মধ্যে একটি প্রকাশ করিতেছি,

(৪) আল্লাহ পাকের নির্দেশ তথা মুআজ্জিনের 'হাইয়্যা আলাস সলাহ' ( নামাজ পড়িতে এস ) এর আহ্বানে সাড়া দিতেছি,

(৫) তাইয়্যাতুল মসজিদ নামাজ পড়িতে যাইতেছি,

(৬) মসজিদ হইতে ধূলা-বালি, জঞ্জাল প্রভৃতি দূর করিব,

(৭) মসজিদে গিয়া ই'তিকাফ করিব। উলামায়ে কিরামের

visit: www.YaNabi.in

সর্বসম্মত অভিমত হইল যে, উক্ত প্রকারের ই'তিকাফের জন্য রোজা রাখা শর্ত নহে। ইহা মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য হইতে পারে, আবার কয়েক ঘন্টার জন্যও হইতে পারে। সুতরাং কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিয়া মসজিদ হইতে বাহির হইবার সময় পর্যন্ত ই'তিকাফের নিয়াত করিয়া লইলে ঐ ব্যক্তি একাধিক্রমে নামাজের জন্য অপেক্ষা করিবার সওয়াব এবং নামাজ আদায় করিবার সওয়াব প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ই'তিকাফের ও সওয়াব পাইবে।

(৮) আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ—

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

( ৮ম পারা, সূরা আ'রাফ ১০ম রুকু )

**অর্থ :** "তোমরা পরিপাটি ও সুসজ্জিত হইয়া মসজিদে গমণ করিবে।" আল্লাহর এই নির্দেশ পালনার্থে মসজিদে যাইতেছি।

(৯) মসজিদে কোন্ আলেমের সাক্ষাৎ পাইলে তাহার নিকট মসলামাসায়েল জিজ্ঞাসা করিব এবং ধর্মকথা কিছু শ্রবণ করিব।

(১০) অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে মসলা-মাসায়েল শিক্ষা দিব এবং দ্বীনের কথা শুনাইব।

(১১) জ্ঞানে গুণে আমার সহযোগী ব্যক্তিদিগের সহিত ধর্মীয় ভাবের আদান প্রদান করিব,

(১২) উলামায়ে কিরামের জিয়ারত করিব,

(১৩) পুন্যবান মুসলমানের দর্শন লাভ করিব,



(১৪) বন্ধু-বান্ধবের সহিত মিলিত হইব,

(১৫) অপরাপর মুসলমান ভাইয়ের সহিত মিলিত হইব,

(১৬) কোন আত্মীয় স্বজনের সহিত মোলাকাত হইলে উহার সহিত সদ্ব্যবহার করিব,

(১৭) মুসলমানের প্রতি সালাম জানাইব,

(১৮) মুসলমানের সহিত মুসাফাহ্ করিব,

(১৯) উহাদের সালামের জওয়াব দিব,

(২০) মুসলমানের জামাআতের সহিত নামাজ পড়িবার সওয়াব হাসিল করিব,

(২১) মসজিদে যাইবার পথে বিশ্বনবী হুজুর আকরম (সঃ) এর প্রতি দুরূদ ও সালাম পেশ করিব,

(২২) بسم الله ، الحمد لله ، والسلام على رسول الله পাঠ করিব,

(২৩, ২৪) মসজিদে প্রবেশ এবং বাহির হইবার সময় হুজুর আকদাস (সঃ) এবং তাহার পবিত্র বংশধর ও পাক পবিত্রা সহধর্মিনীদিগের প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করিব। দুরূদ শরীফ নিম্নরূপ :—

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

وعلى أزواج سيدنا محمد ●

(২৫) কোন অসুস্থকে দেখিলে উহার কুশল জিজ্ঞাসা করিব,

visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in

(২৬) কোন বিমর্ষ ও চিন্তান্বিত ব্যক্তি দেখিলে উহার সমবেদনা জানাইব এবং সান্ত্বনা প্রদান করিব।

(২৭) কোন মুসলমান হাঁচির পর الحمد لله (আলহামদু-লিল্লাহ্) পাঠ করিলে উহার প্রত্যুত্তরে يرحمك الله (ইয়ার-হামুকাল্লাহ্) বলিব,

(২৮, ২৯) সৎ কর্মের প্রতি নির্দেশ এবং অসৎ কর্মের জন্য নিষেধ করিব,

(৩০) নামাজের জন্য পানি আনিয়া দিব,

(৩১, ৩২) নিজে মুআজ্জিন হইলে অথবা মসজিদে তেমন কেহ নির্দিষ্ট না থাকিলে নিয়াত করা যে—'আমি আজান ও একামত পাঠ করিব' কিন্তু এইরূপ নিয়াত করিবার পর আজান অথবা একামত দিতে না পারিলে (অন্য কেহ আজান বা একামত পাঠ করিলে) তথাপি উক্ত নিয়াতের দরুন সওয়াব প্রাপ্ত হইবে। উহার সৎ নিয়াতের সওয়াব আল্লাহ্ পাক উহাকে প্রদান করিবেন।

(৩৩) কেহ পথ ভুলিয়া গেলে উহাকে সঠিক পথ দেখাইয়া দিব,

(৩৪) অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইলে উহাকে সহায়তা করিব,

(৩৫) জানাজা উপস্থিত হইলে উহাতে শরীক হইব,

(৩৬) তেমন কোন অসুবিধা না থাকিলে মৃতের দফনকার্য সমাধা হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করিব এবং অসুবিধা না থাকিলে উহার কবরে আজান দিব (অনুবাদক)।

visit: www.YaNabi.in



(৩৭) দুইজন মুসলমানের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে যতদূর সম্ভব সুষ্ঠুভাবে উহার মীমাংসার চেষ্টা করিব,

(৩৮, ৩৯) সুন্নাত অনুযায়ী মসজিদে যাইবার সময় প্রথমে ডাহিন এবং পরে বামপদ রাখিব,

(৪০) পথিমধ্যে কোন কিছু লিখিত কাগজপত্র পাইলে আদরের সহিত উহা অন্যত্র সরাইয়া দিব।

ইহা ব্যতীত আরো বহু প্রকারের সৎ নিয়াত হইতে পারে। পূর্বোক্ত নিয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম ছাব্বিশটির কথা বিভিন্ন সূক্ষ্মদর্শী উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত ২৭ হইতে ৪০ পর্যন্ত মোট ষোলটির কথা অধম লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

সুতরাং পাঠকবর্গ লক্ষ্য করুন, কোন ব্যক্তি যদি পূর্বোক্ত চল্লিশ প্রকারের নিয়াত লইয়া গৃহ হইতে মসজিদে গমন করেন তবে তিনি যে কেবল নামাজ পড়িবার সওয়াবই প্রাপ্ত হইবেন তাহা নহে, বরং একই সঙ্গে তিনি উল্লিখিত চল্লিশ প্রকারের পুণ্যকর্মের নিয়াতের নেকী ও অর্জন করিতে পারিবেন। সুতরাং ঐ ব্যক্তির প্রতিটি পদক্ষেপ চল্লিশটি নেকীর সমতুল্য হইবে। এস্থলে লক্ষণীয় যে, পূর্বে ঐ ব্যক্তির প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য একটি করিয়া নেকী বরাদ্দ ছিল; এক্ষনে তাহা চল্লিশটি হইয়া গেল।

অনুরূপভাবে কবরে আজানদাতার প্রতি কর্তব্য যে, তিনি আজান দেওয়ার পূর্বেই পূর্বোক্ত পনের প্রকার সওয়াব হাসিল করিবার জন্য নিয়াত করিয়া লইবেন। ইহাতে প্রত্যেক প্রকারের নিয়াতের দরুন পৃথক পৃথকভাবে ফায়দা হাসিল করা যাইবে।

visit: www.YaNabi.in

আজানদাতা ইহাও নিয়াত করিবেন যে—মাইয়্যাতের জন্য দুআ করিবার যে নির্দেশ মুসলমানের প্রতি রহিয়াছে, আমি ঐ নির্দেশ পালন করিতেছি। কিন্তু ইহার পূর্বে কোন নেক কার্য করা প্রয়োজন। কারণ দুআ করিবার জন্য ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। ইতিপূর্বে সপ্তম দলিলের বিবরণে ইহার সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

বহু ব্যক্তি এমন আছেন যাহারা কবরে আজান দেন বটে, কিন্তু আজানের উপকারীতা এবং নিয়াতসমূহ সম্পর্কে তাহারা সঠিকভাবে অবগত নহেন। এই সমস্ত ব্যক্তি নিজ নিজ নিয়াত অনুসারেই সওয়াব প্রাপ্ত হইবেন। কারণ, হুজুর আকদাস (সঃ) বলিয়াছেন—

فَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوٰى

**অর্থ ঃ** প্রতিটি কর্ম উহার নিয়াতের সহিত সম্পর্কিত। কোন ব্যক্তি যেইরূপ নিয়াতে কোন কার্য করিবে সেইরূপেই উহার প্রতিদান দেওয়া হইবে।

(৩) কবরে আজান দেওয়া সম্পর্কিত মসলার বিরুদ্ধাচারণকারী কতিপয় অজ্ঞ নিরেট ব্যক্তি এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকে যে—আজান তো কেবল নামাজের জন্য দেওয়া হয়, সুতরাং কবরে কিসের নামাজ হইবে যে উহার জন্য আজান দিতে হইবে ?

visit: www.YaNabi.in



আসলে ইহা প্রশ্নকারীর অজ্ঞতা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই সমস্ত বিকট ও অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করিয়া প্রকৃতপক্ষে উহারা কবরে আজান দেওয়াকে অস্বীকার করিতে চায়। উহারা এতটুকু অবগত নহে যে আজান কোন কোন উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়া থাকে এবং উহাতে কি কি উপকার রহিয়াছে! শরীয়তে নামাজ ব্যতীত আরো বহু স্থানে আজান দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতক স্থানে আজান দেওয়া মুস্তাহাব। যেমন, বিষণ্ণ, চিন্তিত, বিমর্ষ, বিপদগ্রস্থ এবং নবজাত শিশুর কর্ণে আজান দেওয়া মুস্তাহাব। এইরূপ আরো বহু স্থানে আজান দেওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমি نسيم الصبا فى ان الاذان يطرد الوبا নামক কিতাবে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।

কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন যে, নবজাত শিশুর কর্ণে যে আজান দেওয়া হয় উহার নামাজ মৃত্যুর পর তাহার জানাজার নামাজের মাধ্যমে আদায় করা হয়। কিন্তু কবরে যে আজান দেওয়া হইবে উহার নামাজ কোথায় ?

এই প্রশ্নের জবাব বহু প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে। যেমন, **প্রথমত ঃ** (ক) কবরে যে আজান দেওয়া হয় উহা কোন নামাজের জন্য নহে। ইতিপূর্বে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। প্রশ্নকারীর বক্তব্য অনুসারে শিশুর কানে যে আজান দেওয়া হয় জানাজা পড়িয়া উহা আদায় করা হয়। কিন্তু জানাজার নামাজ প্রকৃতপক্ষে দুআ স্বরূপ। ইহাতে রুকু, সিজদা, বৈঠক, তাশাহুদ প্রভৃতি কিছুই নাই।

visit: www.YaNabi.in

(খ) শিশুর কানে যে আজান দেওয়া হয় জানাজা উহার নামাজ হইতে পারে না। কারণ প্রত্যেক নামাজের জন্য পৃথকভাবে আজান দিতে হয়। ফজরের নামাজের জন্য আজান দিয়া ঐ আজানে জোহর আসর প্রভৃতি পড়া যাইবে না। সদ্যজাত শিশুর কানে যে আজান দেওয়া হয় যদি উহা কোন নির্দিষ্ট নামাজের ওয়াক্তেই হইয়া থাকে, কিন্তু উহার মৃত্যুর পর জানাজা ঠিক সেই ওয়াক্তেই পড়িতে হইবে এমন কোন নিয়ম শরীয়তে নাই।

(গ) নবজাত শিশুর কানে আজান প্রদানকারী ব্যক্তি নামাজ পড়িবার জন্য ঐ আজান দেন না। যদি নামাজের জন্য ঐ আজান হইত তবে ঐ নবজাত শিশুকে তখনই নামাজ পড়ানো প্রয়োজন হইত। কিন্তু সে বর্তমানে উহাতে অক্ষম। সুতরাং উহার নামাজ তো তাহা হইলে কাজা হইয়া গেল! কিন্তু ইহার পর যখন জানাজা পড়া হয় তখন তো কাজা নামাজের নিয়াত করা হয় না। সুতরাং জানাজার নামাজ উক্ত আজানের জন্য নহে, বরং উহা অপরাপর মুসলমানের জন্য ফরজে কিফায়াহ্।

দ্বিতীয়ত ঃ কোন ব্যক্তির উপর নামাজ ফরজ হইলে আজান শুনিলে তবেই উহার নামাজ ফরজ হইবে এমত নহে। শরীয়তী দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক হইলেই উহার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হইয়া যায়। সুতরাং প্রাপ্ত বয়স্ক (সাবালক) হওয়ার পূর্বে লক্ষাধিকবার আজান শুনিলেও উহার জন্য নামাজ ফরজ হয় না। সুতরাং কাহারো মৃত্যুর পর তাহার জানাজা পড়িয়া নামাজ শোধ দিতে হইবে একথা ঠিক নহে।

visit: www.YaNabi.in



**তৃতীয়ত ঃ** ঝড়, তুফান, ভূমিকম্প প্রভৃতি দুর্যোগের সময় আজান দেওয়ার কথা শরীয়তে বলা হইয়াছে। বুজুর্গানে দ্বীন ও এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাহারা উল্লিখিত দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় আজান দিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন এবং সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং তুফান, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রলয়ংকর অবস্থায় যে আজান দেওয়া হয় উহার জন্য তো কোন নামাজ পড়া হয় না এবং শরীয়তেও এইরূপ আজানের জন্য কোন নামাজ পড়িবার কথা বলা হয় নাই।

সুতরাং আজান যে কেবলমাত্র নামাজের জন্য নহে, একথা পরিস্কার হইয়া গেল।

[১]**চতুর্থত ঃ** বিরুদ্ধবাদীদিগের বক্তব্য অনুযায়ী, কবরে যে আজান দেওয়া হইবে এক হিসাবে উহারও নামাজ রহিয়াছে। জানাজার নামাজে যেমন কেবল দাঁড়াইয়া থাকিয়াই নামাজ সমাপ্ত করা হয়। (এবং এই দাঁড়ানো অবস্থাটি নামাজের অন্যান্য শর্তের মধ্যে একটি মাত্র। কেবল দাঁড়াইয়া থাকাটাই নামাজ নহে। প্রকৃত পক্ষে জানাজা একটি দুআ। ইহার নিয়ম কানুন কওআ নামাজের মত বলিয়াই ইহাকে নামাজ বলা হয়।—অনুবাদক।) তদ্রূপ হাশরের ময়দানে কেবল সিজদার মাধ্যমেই একটি নামাজ পাঠ করা হইবে। সিজদা নামাজের প্রয়োজনীয়

---

[১]পূর্বোক্ত তিনটি জওয়াব এই পুস্তকের অনুবাদক হাকীর মুহাম্মদ হাসানুজ্জমান প্রদত্ত। এই চতুর্থ জওয়াবটি দিয়াছেন মূল পুস্তক লেখক আলা হজরত ইমাম আহমদ রেজা রাঃ।

visit: www.YaNabi.in

একটি শর্ত। হাশরের ময়দানে সমস্ত মুসলমান সিজদায় পতিত হইবে, কিন্তু মুনাফিকের দল সিজদা করিতে পারিবে না। ইহার বিবরণ কুরআন মজীদে সূরা কা'ফ-এর মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। কবরে আজানের জন্য নামাজ পড়িতে হইবে ইহা সেই নামাজ।

(৪) শরীয়তের মসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম হইল যে, যে সমস্ত নিয়মাবলী অথবা কার্যকলাপ শরীয়ত বর্ণিত উদ্দেশ্য সমূহের সহিত সুসামঞ্জস উহা গ্রহণীয় এবং প্রশংসনীয়। কিন্তু যাহা শরীয়ত বর্ণিত নিয়মাবলীর উদ্দেশ্য সমূহের সহিত সামঞ্জস্য বিহীন উহা পরিত্যাজ্য। কোন বিষয়ে শরীয়তের কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকিলে সাধারণ (General) নির্দেশ কোন মসলার প্রতি পূর্ণরূপেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ উহার পৃথক পৃথক অংশ সমূহের প্রতিও এই নির্দেশ কার্যকরী। সুতরাং যে স্থলে সাধারণ নিয়ম দ্বারা কোন মসলা উত্তম বলিয়া সাব্যস্ত হয় উহার জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি (Particular Method) অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। সাধারণভাবে প্রশংসনীয় এবং উত্তম আমল বলিয়া গৃহীত হওয়াটাই কোন মসলার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট, উহাই কোন মসলা জায়েজ (সিদ্ধ) হইবার দলিল।

কোন মুবাহ[১] কে নাজায়েজ বলা যায় না বরং উহা জায়েজ

[১]যাহা করিতে শরীয়তে সরাসরি কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই এবং নিষেধ করাও হয় নাই, উহা করিলে নেকী নাই এবং না করিলে গুনাহও নাই। এই প্রকার কর্ম সৎ নিয়াতে করিলে সওয়াব পাওয়া যায়। যেমন, ভাল ভাল খাওয়া পরা ইত্যাদি। (অনুবাদক)

visit: www.YaNabi.in



হইবারই দলিল। মুবাহ কাজকর্ম সিদ্ধ করিতে কোন প্রমাণাদির প্রয়োজন হয় না। কোন সামান্য (Common, সার্বজনীন) নিয়মের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করিবার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা এবং কোন সার্বজনীন নিষেধাজ্ঞা নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের প্রতি প্রযোজ্য হওয়াকে স্বীকার না করা কেবল বিরুদ্ধবাদীদিগের একগুঁয়েমিই নহে, বরং এক প্রকারের পণ্ডিতম্মন্যতা উহাদের অজ্ঞতা এবং নির্বুদ্ধিতাকেই বেশী করিয়া প্রকাশ করিয়া দেয়।

আহলে সুন্নাত অল জামাআতের উলামায়ে কিরাম (আল্লাহপাক উহাদিগের উত্তম প্রচেষ্টার উত্তম প্রতিফল প্রদান করুন) উল্লিখিত মসলা সম্পর্কে সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদিগের অনুসৃত যাবতীয় নিয়মাবলী এবং অপরাপর আদেশ-নির্দেশসমূহ মেঘমুক্ত আকাশের অত্যুজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আমাদেরকে উপহার দিয়াছেন। এই গুরুকর্মের ধ্বজাধারী ও পথিকৃত স্বনামধন্য জগদ্বরেণ্য সার্থকজন্মা "হজরত খিতামুল মুহাক্কিকীন ইমামুল মুদাক্কিকীন হুজ্জাতুল্লাহি ফীল আরদীন মু'জিজাতুম মিম মু'জিজাতি সাইয়িদিল মুরসালীন সালাতুল্লাহি উয়া সালামুহু আলাইহি উয়া আলা আলিহী উয়া আসহাবিহী আজমাঈন, সাইয়িদুল উলামা সানাদুল কুমালা তাজুল আফাজিল সিরাজুল আমাসিল হজরত শ্রদ্ধেয় মদীয়, আব্বাজান কাদ্দাসাল্লাহ তাআলা সির্রাহু উয়া রাজাকানা বির্রাহু" তাহার অনুপম কিতাব—

ازالة الاوثام لمانى عمل المولد والقيام، اصول الرشاد

visit: www.YaNabi.in

في قمع مباني الفساد প্রভৃতিতে লাজওয়াব, এবং হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করিয়াছেন। অধম লেখকও বর্তমান সময়ের প্রয়োজনীয়তাবোধ اقامة القيامة على طاعن القيام للنبي تهامة نسيم الصبا في ان الاذان يحول الوباء ، منير العين في حكم تقبيل الابهامين প্রভৃতি কিতাব প্রনয়ন করিয়া উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকারের আজান প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। এই কারণে উক্ত মসলা-মাসায়েলের বিস্তৃত আলোচনা পুনরায় করা হইল না।

و بالله التوفيق و هو المعين و الحمد لله رب العلمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين محمد و اله و صحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الرحمين •

সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র আল্লাহরই। এই পুস্তকটি মুহর্‌রম মাসের শেষার্ধে ১৩০৭ হিজরীতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লিখিত হইল।

و الله سبحانه و تعالى اعلم و علمه جل مجده اتم واحكم

পুস্তক প্রণেতা—অধম আহমদ রেজা বেরেলবী রাঃ

আবদুল মুস্তাফা আহমদ রেজা খান

মুহাম্মদী সুন্নী হানাফী কাদেরী





সংযোজন : বিশ্ববিশ্রুত হাদীস বিশেষজ্ঞ এবং সুপণ্ডিত হজরত শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী রহঃ রচিত عزيزى ملفوظات নামক কিতাবে রহিয়াছে :

عمل مشائخ ست كه اذان برقبر بعد دفن مى كويند•

অর্থ : দফনের পর কবরে আজান দেওয়া মাশায়েখে কিরামের রীতি। ( টীকাকার ও সংকলক মুঃ আবদুল মুবীন নু'মানী )

ইহা হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে, দফনের পর কবরে আজান দেওয়ার রীতি বুজুর্গগণের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরিয়া পালিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহা হালফিল উদ্ভাবিত নূতন কোন মসলা নহে। হজরত শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী রহঃ এর সময়কাল ছিল খ্রীষ্টিয় ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিক, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দুইশত বৎসরের কাছাকাছি সময়। তৎকালীন সময়ে তাঁহার রচিত কিতাবের বর্ণনা মতে তৎপূর্বের বহু মাশায়েখে কিরামও কবরে আজান দিতেন। সুতরাং আজকের দিনের ইঁচড়ে পাকা শিয়াল পণ্ডিতের দল কবরে আজান দিলে মুখ ভেংচান কেন ?

[1] হজরত মালেকুল উলামা ফাজিলে বিহারী রচিত نصرة الاصحاب باقسام ايصال الثواب নামক রচনাংশ হইতে গৃহীত। ( কানপুর ছাপা )

**একটি ঘোষণা :** কবরে আজান সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণকারী অথবা সন্দিগ্ধ কোন ব্যক্তি প্রয়োজন মনে করিলে আমাকে সরাসরি অথবা পত্র মারফৎ এই সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারেন। পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ উহার সদুত্তর প্রদানে সচেষ্ট হইব।

ইতি—

খাকসার— মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান
সুন্নী, হানাফী

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in